CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 26 December, 2023 ■ আগরতলা ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ■ ৯ পৌষ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধন করে

বাজপেয়ীর লেখায় অখন্ডতার ছবি প্রকাশ পেয়েছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। ভারতরত্ন প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী একজন প্রখর রাজনীতিবিদের বাইরেও ছিলেন কবি ও সাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্য প্রতিভা আমাদেরকে আজও আকর্ষণ করে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর লেখায় জাতীয় ঐক্য ও দেশের অখণ্ডতার ছবি প্রকাশ পেয়েছে। আজ উদয়পুরের রাজর্ষি কলাক্ষেত্রে দুদিনব্যাপী অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

উল্লেখ্য, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিবস উদযাপন উপলক্ষে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান মঞ্চে কবি ও সাহিত্যিক কিশোর রঞ্জন দে ও সাহিত্যিক রমেশ দেববর্মাকে অটল বিহারী বাজপেয়ী সাহিত্য সম্মাননা প্রদান করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা তাদেরকে সম্মাননা প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা বলেন, সাহিত্য চর্চা সমাজে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। কবিতা ও সাহিত্য জীবনের দিক নির্দেশনেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। তিনি বলেন, বর্তমান ইন্টারনেটের যুগে হাতের মুঠোয় সমস্ত তথ্য পাওয়া গেলেও বইয়ের বিকল্প নেই। অটল বিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির সঠিক বাস্তবায়নে ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনটিকে সুশাসন দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যেও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। স্বচ্ছতা থাকলে সুশাসন থাকবে। তাই কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্পগুলির সুবিধা সরাসরি সুবিধাভোগীদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দিচ্ছে। জনধন যোজনা, কিষাণ সম্মাননিধি, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মত প্রকল্পগুলির সুবিধা রাজ্যের অন্তিম ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। সরকারের মূল লক্ষ্য হচ্ছে জনগণের কল্যাণ ও বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নানা অনুষ্ঠানে রাজ্যেও পালিত বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী। আজ প্রদেশ বিজেপির মুখ্য কার্যালয়ে তাঁর জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডাঃ মানিক সাহা। তাছাড়া, এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক সহ প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত মাতার সুসন্তান, প্রখর রাষ্ট্রবাদী নেতা ছিলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী। সাথে তিনি যোগ করেন, কোটি কোটি কার্য্যকর্তার পথ প্রদর্শক অটল বিহারীর চিন্তাধারা সর্বদাই আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

তাছাড়া, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মূল্য এবং আদর্শের উপর নির্ভর করে নিজের রাজনীতি দিয়ে তিনিই প্রথম ভারতবর্ষের বিকাশ এবং সুশাসনের যুগের সূচনা করেছিলেন।

পাশাপাশি প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্য ৯-বনমালীপুর মন্ডলের অন্তর্গত ৪৫ নং বুথে অটল বিহারী বাজপেয়ী জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। দেশের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ভারত রত্ন অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিন উদযাপন হয়েছে বিজেপির ফটিকরায় মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে। ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিজেপি দলের প্রতিষ্ঠাতা অটল বিহারী বাজপেয়ীর ৯৯ তম জন্মদিন। প্রতিবছরই গোটা দেশে এই দিনটিকে নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয় বিজেপি উদ্যোগে। ব্যতিক্রমীর নীতি নেই এবারও।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার সাথে ফটিকরায় বিধানসভায়ও বিজেপির উদ্যোগে এইদিন গকুলনগর বাজারে দলীয় কার্যকর্তাদের নিয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে পালিত হয়।

উপস্থিত ছিলেন রাজ্য মন্ত্রী তথা ফটিকরায় বিধানসভার বিধায়ক সুধাংশু দাস,ছিলেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দু দাস, কুমারঘাট পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন সুপর্না দাস, বিজেপির দলের ফটিকরায় মণ্ডল নেতৃত্ব সহ কার্যকর্তাগন।

বিজেপির দলকে কাজ করতে গেলে এবং সংগঠনকে মজবুত করতে হলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জীবনী সম্পর্কে আগে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফ'র মুখ্য কার্যালয় পরিদর্শন করলেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর, ২৫ ডিসেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ পানিসাগরস্থিত বিএসএফ'র ১৯৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের মুখ্য কার্যালয় পরিদর্শন করেন। বিএসএফ'র মুখ্য কার্যালয়ে রাজ্যপালকে স্বাগত জানান বিএসএফ'র ডিআইজি মুরারি প্রসাদ সিং, কমান্ডেন্ট এ কে সেইনি।

তাছাড়াও রাজ্যপালকে বিএসএফ জওয়ানদের পক্ষ থেকে গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

পরিদর্শনকালে রাজ্যপাল বিএসএফ জওয়ানদের সাথে মতবিনিময় করেন। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু জওয়ানদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা সময়োপযোগী করার জন্য বিএসএফ'র আধিকারিকদের প্রশংসা করেন।

মাটি চাপা পরে গুরুতর আহত শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ ডিসেম্বর।। কাজ করতে গিয়ে মাটির নিচে চাপা পরে গুরুতর আহত হয়েছেন এক শ্রমিক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়ে পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

পরিবারের জনৈক সদস্য জানিয়েছেন, আজ সকালে ধর্মনগর থানা এলাকার টঙ্গিবাড়ি গ্রামের ছয় নম্বর ওয়ার্ডে এলাকায় কাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএসএফের হাতে এক বাংলাদেশী মহিলা আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ ডিসেম্বর ।। অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে একজন বাংলাদেশী মহিলাকে আটক করে রাণীবাড়ি ক্যাম্পের বিএসএফ জওয়ানরা। পরবর্তী সময়ে তাঁকে কদমতলা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাছ থেকে বৈধ নথিপত্র পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন পুলিশ আধিকারিক। জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল রাত দশটা নাগাদ বিএসএফ জওয়ানদের কাছে গোপন খবর আসে বাংলাদেশী নাগরিক সীমান্ত অতিক্রম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিপিএম ছাড়া অধিকাংশ মানুষের কপালে সরকারি সুবিধা জুটত না ঃ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। বাম আমলে সিপিএম ছাড়া অধিকাংশ মানুষের কপালেই সরকারি সুবিধা জুটত না। সিপিএমের জামানায় পঞ্চায়েত প্রতি ৬টি ঘর বরাদ্দ হতো। কিন্তু আজ প্রাধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুযোগ্য নেতৃত্বে ২০১৮ সালে ক্ষমতার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে পঞ্চায়েত প্রতি ১৫০-২০০ ঘর বরাদ্দ হচ্ছে। আজ বামুটিয়ার বিকশিত ভারত সংকল্প যাত্রায় সিপিএমকে এভাবেই তীর্যক সমালোচনায় বিঁধলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক।

এদিন তিনি বলেন, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে পুনরায় কেন্দ্রে বিজেপি পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসবে। জোর গলায় তাঁর দাবি, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্মিত রাস্তার কাজ পরিদর্শনে বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ডিসেম্বর ।। দীর্ঘ বঞ্চনার অবসান হতে চলেছে তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত হাওয়াই বাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের চার নম্বর ওয়ার্ড এলাকার।

অভিযোগ, সুদীর্ঘ বাম শাসনে এই চার নং ওয়ার্ডের রাস্তাটির মানোন্নয়নের জন্য বারবার দাবি উঠলেও কর্ণপাত করেনি প্রাক্তন প্রশাসকেরা। বর্তমানে প্রায় ৩২ লক্ষ টাকা খরচ করে এম.জি.এন রেগা প্রকল্পে এই রাস্তাটির কাজ প্রায় শেষ লগ্নে। এই রাস্তাটির কাজের বর্তমান অবস্থা চাক্ষুষ করতে সোমবার পরিদর্শনে গিয়েছেন স্থানীয় বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায়। এই রাস্তাটি দেখে এবং রাস্তার কাজের অবস্থা দেখে নেতিবাচক ভাবমূর্তি নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বিধায়িকা জানিয়েছেন, এই রাস্তাটার কাজ শেষ হয়ে গেলে এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ২ নম্বর ৩ নম্বর এবং ৪ নম্বর এই ওয়ার্ডগুলোর সাধারণ মানুষের অনেকটাই উপকার হবে।

পাশাপাশি দীর্ঘদিন এই রাস্তার ফলে এলাকার মানুষ বার বার ভুগেছে বলে বিধায়িকা বাম জমানাকে কটাক্ষ করেন। এই রাস্তাটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক যান দুর্ঘটনায় আহত ৩

নিজস্ব প্রতিনিধ, চড়িলাম, ২৫ ডিসেম্বর ।। মাত্রাতিরিক্ত গতিতে বাইক চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে এক বাইক আরোহী। পাশাপাশি সোমবার বিকালে অপর স্থানে যান দুর্ঘটনায় আহত হয় দুইজন। ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকালে দুটি স্থানে যান দুর্ঘটনায় আহত হয় তিনজন। বিশালগড় বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন এলাকায় অপর যান দুর্ঘটনাটি ঘটে ব্রজপুর প্লাস্টিক ফ্যাক্টরির সন্নিকটে। প্রথমে দুর্ঘটনাটি ঘটে ব্রজপুরে। বালি বোঝাই ট্রাক ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয় বাইক চালক। সোমবার দুপুরে টি আর ০১ এম ১৮৫৭ নাম্বারের বালি বোঝাই ট্রাক বিশালগড়ে উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ঠিক অপর দিক থেকে টি আর ০৭ বি ৭৪১১ নাম্বারের একটি বাইক নিয়ে প্রসেনজিৎ দাস(১৯) বিশালগড় থেকে বজ্রপুরের উদ্দেশ্যে দ্রুত গতিতে যাওয়ার পথে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা ট্রাক গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।

ট্রাক ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে বাইকটি সম্পূন্ন ট্রাকের নিচে চলে যায় সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে যায় প্রসেনজিৎ দাস। প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে আহত যুবকটিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য খবর দেয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দুর্ঘটনায় আহত প্রসেনজিৎ দাসকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালে চিকিৎসার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে উৎসবের মেজাজে পালিত বড়দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। সারা বিশ্বের সাথে রাজ্যে ও মহা ধুমধামে পালিত হচ্ছে বড়দিন। আজ মরিয়ম নগরে কেট কেটে যীশু খ্রিস্টের জন্মদিন উদযাপন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা) মানিক সাহা। সাথে তিনি রাজ্যবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, যীশু খ্রিস্টের শান্তির বার্তা আজ ও প্রাসঙ্গিক। শান্তি ছাড়া রাজ্যের উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাঁর কথায়, সবাইকে নিয়ে চলার মার্গদর্শন দেখিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আর এই মার্গদর্শনেই চলছে রাজ্য সরকার।মনুষ্য জাতি মাঝে মাঝে অন্ধকারের দিকে যেতে ভালবাসেন। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব তাঁদের আলোর পথে নিয়ে আসা।

মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী পুরাতন আগরতলা পর্যায় সমিতির চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ শীল মরিয়ম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

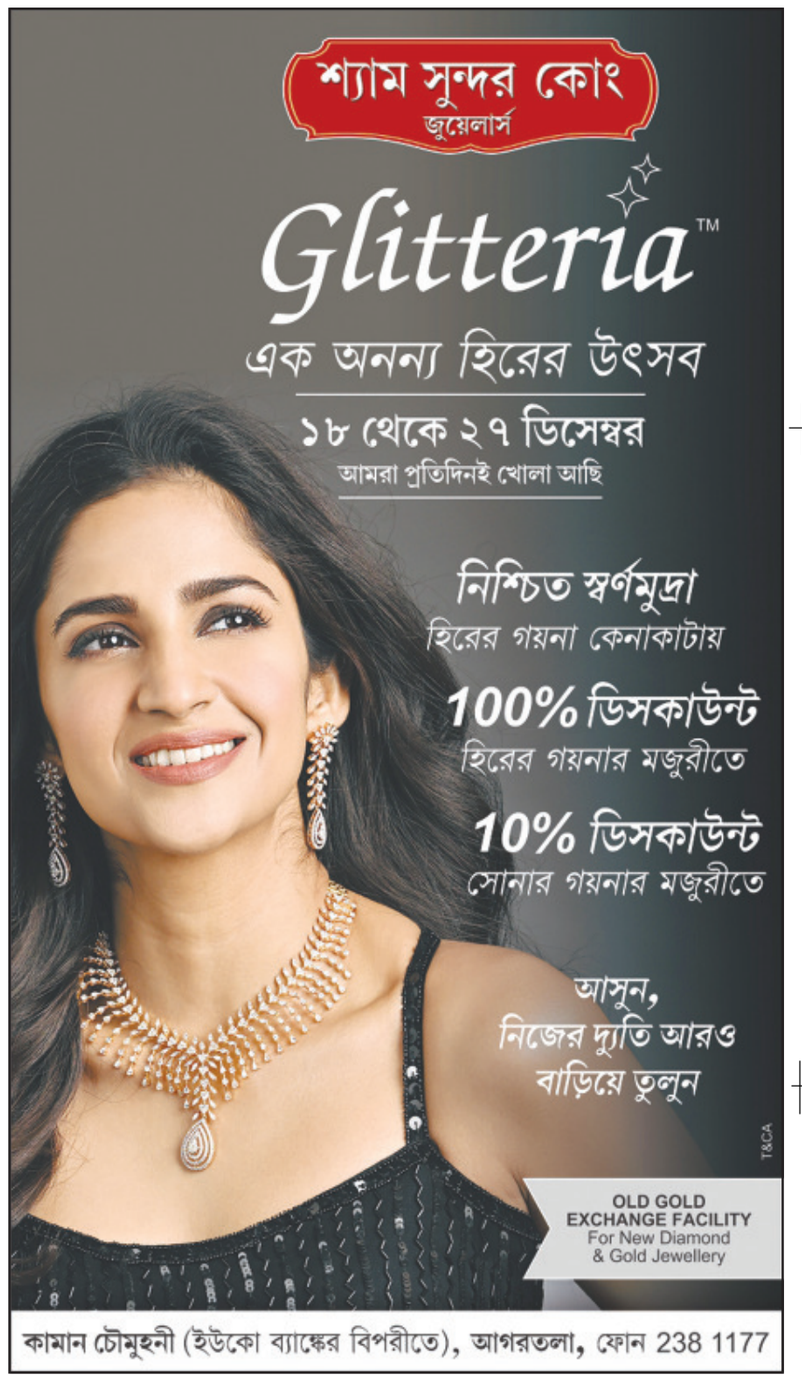

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৮০ ▫ ২৬ ডিসেম্বর ২০২৩ ইং ▫ ৯ পৌষ ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ধর্মীয় স্বাধীনতা নিয়া সংকীর্ণতা কাম্য নয়

ভারতীয় সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার সকল ধর্মের মানুষের জন্য স্বীকৃত। যত মত তত পথ। ইহা সবাই স্বীকার করেন। সেই কারণেই ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকার ভারতের জনগণ সমানভাবে পালন করিতে সক্ষম হইতেছেন। এই ধারা চিরকাল বহাল থাকিবে। ধর্মীয় স্বাধীনতার ওপর যাহাতে কোন ধরনের আঘাত আসিতে না পারে সেজন্যই ভারতীয় সংবিধানে সকল ধর্মের মানুষের অধিকার স্বীকৃত। এই অধিকার সুরক্ষার জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ রাজনৈতিক নেতা সহ সকলকে সহমর্মিতার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলে কোনদিনই ধর্ম নিয়ে কোন ধরনের সংঘাত ঘটিবে না। সংকীর্ণ রাজনৈতিক চিন্তাধারা নিয়া ধর্মীয় বিবাদ ঘটাইবার যে কোন প্রয়াস নিন্দনীয়। সংকীর্ণ চিন্তাধারা বাদ দিয়া দেশ ও দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ ও সার্বভৌমত্বের কথা মাথায় রাখিয়া ভারতীয় সংবিধানের স্বীকৃত ধর্মীয় অধিকারকে রক্ষা করিতে হইবে।

ভারতবর্ষ শাশ্বত সনাতন ধর্মের দেশ। তাহার অমূল্য সম্পদ আধ্যাত্মিকতা। ভারতের এই অধ্যাত্ম-সম্পদ বিশ্বের দরবারে বহন করিয়া নিয়া গিয়াছিলেন স্বামীজী, এবং অভেদানন্দজী তাহা দ্বারে দ্বারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শী অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের ভাষায়"এই দুই বঙ্গবীরের মারফৎ ভারতমাতা দুনিয়ায় রপ্তানি করিয়াছিল রক্ত-মাংসের স্বধর্ম, শক্তিযোগ, দিগ্বিজয়ের সাধনা। বিবেক-অভেদ সেকেলিবাসী ভারতের সওদাগর নন। এই দুই বঙ্গবীর তাজা-রক্ত-মাংসওয়ালা করিৎকর্মা জীবনের ভারতীয় প্রতিনিধি।' তবে ভারতের বেদান্ত-প্রচার পাশ্চাত্যে এখানেই শেষ হইয়া যায়নি। বরং বলা যাইতে পারে, স্বামীজীর মধ্য দিয়ে যে কর্মপ্রবাহের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা অভেদানন্দজীর মাধ্যমে পঁচিশ বৎসর ধরিয়া প্রবাহিত হইয়া পরিপূর্ণ রূপরেখায় পরিণত হইয়ছিল এবং বর্তমানে সেই কর্মসাফল্যেরই পরিণতিস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবপ্রচার-সমিতির মধ্য দিয়া কার্যধারা অব্যাহত রহিয়াছে। একথার প্রত্যক্ষ প্রতিবেদক ও রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের অন্যতম প্রধান প্রবীণ প্রচারক-ধারক-বাহক স্বামী গহনানন্দজী মহারাজ তাঁহার সম্প্রতি পাশ্চাত্য অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে বলিয়াছেন: "শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্যদের মধ্যে প্রথমে স্বামী বিবেকানন্দ, পরে অল্পকালের জন্য স্বামী সারদানন্দজী, স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ও সুদীর্ঘকাল ধরিয়াষ স্বামী অভেদানন্দ পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের ধারা প্রবর্তন করিয়াছিলেন, এবং বিভিন্ন সময়ে তাঁহাদের সহকারীরূপে স্বামী নির্মলানন্দ, স্বামী বোধানন্দ ও স্বামী পরমানন্দ প্রমুখ ছিলেন, এবং পরম্পরাক্রমে আমাদের সন্ন্যাসীরা প্রায় সেই ধারাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন"।

স্বামী অভেদানন্দজী শুধু প্রচারক ছিলেন না; পরন্তু অধ্যাত্মজগতের একচ্ছত্রপতি রাজা ছিলেন। তাঁহার জীবনের সিংহভাগ সময় বেদান্ত-প্রচার কার্যে অতিবাহিত হয় বলিয়াই ত্যাগ-তপস্যার কথা কুসুমাস্তীর্ণ হইয় পড়ে। তিনি যখনই সময় ও সুযোগ পাইয়াছেন তখনই তপস্যায় বেরিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে রামকৃষ্ণ সাম্রাজ্যের রাজা স্বামী ব্রহ্মানন্দজী মহারাজ বলিয়াছেন: "কালী যখন তাহার বাইরের কাজ কমাইয়া দিবে, তখনই তাহার আধ্যাত্মিক-শক্তির বিকাশ লোকে বুঝিতে পারিবে।" একথা পরবর্তীকালে তাঁহার বক্তৃতাবলীর মধ্যে বেশ আভাষ পাওয়া যায়। তবে তাঁহার বিশাল কর্মপ্রবাহের জন্য তিনি প্রচারক হিসাবেই প্রতিষ্ঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদের মধ্যে স্বহস্তে রামকৃষ্ণ সাহিত্য রচনায় স্বামী সারদানন্দজী যেমনি অসাধারণ, ঠিক তেমনি স্বহস্তে বেদান্ত-সাহিত্য রচনায় স্বামী অভেদানন্দজীও অনন্যসাধারণ ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দের বক্তৃতাবলীর মধ্যেও অনেক বেদান্ত-সাহিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। স্বামীজীর মতো অভেদানন্দজীর মধ্যেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন এক ব্যক্তিত্বশালী আচার্যের আলোক পরিলক্ষিত হয়; এবং সে আলোকে পাশ্চাত্যের বড় বড় বিদ্বান্ ও মহান ব্যক্তিত্বরা হইয়াছে প্রভাবান্বিত। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞানী, চিত্রকর, সাহিত্যিক, কবি থেকে আরম্ভ করিয়া সকল শ্রেণীর মানুষ তাঁহার বক্তৃতায় হইয়াছে মন্ত্রমুগ্ধ। সুতরাং তাঁহার এ বেদান্ত প্রচার সর্বার্থে সার্থক।

৫৮ বছর বয়সে টেট দিতে এলেন ওমপ্রকাশ মিশ্র, উঠেছে প্রশ্ন

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার টেট পরীক্ষা দিতে এলেন ৫৮ বছর বয়সের ওমপ্রকাশ মিশ্র।অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের মতো টাকি বয়েজ স্কুলে সিট পড়েছে ওই পরীক্ষার্থীর। বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও কিভাবে তিনি টেট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য অ্যাডমিট কার্ড হাতে পেলেন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নে উঠেছে।

টেট পরীক্ষার জন্য তখন কমবেশি তরুণ-তরুণীদের ভিড়। অন্যান্য পরীক্ষার্থীদের মতো টাকি বয়েজ স্কুলেও সিট পড়েছে পরীক্ষার্থীদের। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও প্রচুর পরীক্ষার্থী বাইরে ভিড় জমিয়েছিলেন। তাঁরা ঢোকার চেষ্টা করছিলেন কেন্দ্রে। সেই সময় দেখা গেল এক প্রৌঢ়ও ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন। প্রথমে যদিও সকলে ভেবেছিলেন ওই ব্যক্তি কোনও পরীক্ষার্থীর অভিভাবক। পরে যখন খোলসা হল তখনই তৈরি হল জলঘোলা। জানা গিয়েছে, তিনি কারোর অভিভাবক নন, খোদ পরীক্ষার্থী। ৫৮ বছর বয়সে টেট পরীক্ষা দিতে এসেছেন তিনি। ওই ব্যক্তি নিজেই জানান তাঁর নাম ওমপ্রকাশ মিশ্র। তাঁর বয়স ৫৮। এর আগেও তিনি পরীক্ষা দিয়েছেন। তবে নিয়োগ পাননি। সংবাদ মাধ্যমের সামনে ওমপ্রকাশবাবু জানিয়েছেন, "আমি আগেও পরীক্ষা দিয়েছি। ২০১৪ সালে পাশ করতে পারিনি। এবার এসেছি পরীক্ষা দিতে।"

পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী, টেট পরীক্ষা দিতে গেলে নূন্যতম বয়স হতে হবে ১৮। সর্বাধিক ৪০। তবে এক্ষেত্রে ওমপ্রকাশবাবু বয়স পেরিয়ে যাওয়ার পরও পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড হাতে পেলেন তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্নে উঠেছে। যদিও, ওই প্রৌঢ়ের এই বয়সে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা দেওয়ার এই প্রবণতাও উৎসাহিত করেছেন অনেকে।

বস্তুত, টেট পরীক্ষা দেওয়ার জন্য উচ্চ মাধ্যমিক বা সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর এবং এলিমেন্টারি এডুকেশনে ২ বছরের ডিপ্লোমা থাকতে হবে। অথবা সিনিয়ার সেকেন্ডারি বা সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর এবং ব্যাচেলর অফ এলিমেন্টারি এডুকেশন-এ ৪ বছরের ডিগ্রি থাকতে হবে। অথবা সিনিয়ার সেকেন্ডারি বা সমতুল পরীক্ষায় অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর এবং স্পেশাল এডুকেশন-এ ডিপ্লোমা থাকতে হবে। অথবা স্নাতক পাশ এবং এলিমেন্টারি এডুকেশনে ২ বছরের ডিপ্লোমা থাকতে হবে।

সর্বকালের সেরা কাহিনি

আবুল বাসার

গত সংখ্যার পর।। এ সময় মহাকর্ষ এসব কণাদের একত্রে টানতে শুরু করে মহাজাগতিক বিভিন্ন শহরে। মহাবিশ্বের এই শহরগুলোকে বলা হয় গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ। এভাবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন গ্যালাক্সি গঠিত হলো। প্রতিটি গ্যালাক্সিতে নক্ষত্র বা তারার সংখ্যা ছিল কয়েক শ বিলিয়ন। এসব নক্ষত্রের কাজকারবার ছিল অনেকটা রান্নাঘরের প্রেশার কুকারের মতো। এরা অতিক্ষুদ্র কণাগুলোকে একত্র করে বড় থেকে আরও বড় মৌল গঠন করতে বাধ্য করছিল। বড় নক্ষত্রগুলো উৎপাদন করছিল অনেক বেশি তাপ ও চাপ। সে কারণে সেখানে গঠিত হতে পেরেছিল লোহার মতো ভারী মৌল।

বিগ ব্যাং থেকে মহাবিশ্বের বিস্তৃতি দানবীয় এসব নক্ষত্রের ভেতরে তৈরি হওয়া মৌলগুলো সেখানেই থেকে গেলে, তা আসলে অনর্থক হতো। কিন্তু এই নক্ষত্রগুলো ছিল অস্থিতিশীল। তাই তারা একসময় বিস্ফোরিত হয়ে তাদের ভেতরের মৌলগুলোকে ছায়াপথের চারদিকে ছড়িয়ে—ছিটিয়ে দেয়। মহাবিশ্বের সূচনা হওয়ার ৯ বিলিয়ন বছর পর, মহাবিশ্বের গড়পড়তা একটা অংশে, একটা গড়পড়তা ছায়াপথে জন্ম নেয় একটা গড়পড়তা সাধারণ নক্ষত্র। সেটা ছিল আমাদের সূর্য। কিন্তু সেটা গঠিত হলো কীভাবে? কণা আর ভারী মৌল দিয়ে ঠাসাঠাসি বিপুল পরিমাণ গ্যাসীয় মেঘ মহাকর্ষের টানে ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হতে থাকে। ওই সব কণা ও ভারী মৌলের মধ্যে ছিল অতিরিক্ত প্রোটন ও নিউট্রনও। সেগুলো একে অপরকে কেন্দ্র করে ঘুরতে শুরু করলে মহাকর্ষ তাদের পরস্পরের আরও কাছে আসতে বাধ্য করে। এভাবে তারা পরস্পরের সংঘর্ষের মুখে পড়ে এবং জোড়া লেগে একত্র হয়।

একবার সূর্য জন্ম নেওয়ার পরও এই গ্যাসীয় মেঘের ভেতর অবশিষ্ট ছিল প্রচুর পরিমাণে মহাজাগতিক উপাদান। এই গ্যাসীয় মেঘ থেকে বেশ কয়েকটি গ্রহ এবং উল্কা নামের হাজার হাজার মহাকাশীয় পাথর আর কোটি কোটি ধূমকেতু তৈরি হওয়ার মতো যথেষ্ট পদার্থ ছিল। এগুলো তৈরি হওয়ার পরও আরও পদার্থ অবশিষ্ট ছিল সেখানে। অন্য সব মহাজাগতিক বস্তুর দিকে সজোরে ছুটে গেল এই পথভ্রষ্ট আবর্জনা। এই সংঘর্ষ এতই শক্তিশালী ছিল যে তাদের কারণে পাথুরে গ্রহগুলোর পৃষ্ঠতল গলে গিয়েছিল। সৌরজগতের চারপাশে এসব আবর্জনার পরিমাণ কমে যাওয়ার কারণে এসব প্রভাবও কমে গেল। তাতে গ্রহদের পৃষ্ঠতলও শীতল হতে শুরু করে। পৃথিবী এমন জায়গায় গড়ে ওঠে, যাকে সূর্যের চারপাশে আমরা একধরনের গোল্ডিলকস জোন বলি। তোমার হয়তো মনে আছে, গোল্ডিলকস কখনো খুব বেশি গরম বা খুব বেশি ঠান্ডা পরিজ খেতে পছন্দ করত না। একইভাবে পৃথিবীও সৌরজগতের এমন এক জায়গায় অবস্থিত, যাকে বলা হয় সূর্য থেকে একেবারে যথার্থ দূরত্ব। পৃথিবী যদি সূর্যের খুব কাছে হতো, তাহলে সাগর-মহাসাগরের সব পানি বাষ্পীভূত হয়ে উবে যেত। আবার সূর্য থেকে বেশি দূরে থাকলেও জমে বরফ হয়ে যেত সাগর-মহাসাগরের সব পানি। সেটি হলে পৃথিবীতে আমাদের চেনাজানা জীবনের উদ্ভব কখনো হতো না।

তাহলে বইটি পড়ার জন্য তুমিও কখনো এখানে থাকতে না। মহাবিশ্ব শুরুর পর এতক্ষণে ৯ বিলিয়ন বছর পেরিয়ে গেছে। এ সময় আমাদের তরুণ ও উত্তপ্ত গ্রহে পাথরগুলোর ভেতরে আটকে পড়া পানি বাষ্পীভূত হয়ে আকাশে উঠে গেল। পৃথিবী ক্রমেই শীতল হচ্ছিল। ফলে ঘনীভূত হয়ে উঠল এই পানি। তারপর বৃষ্টি হয়ে নিচে নেমে এল। এভাবেই একসময় গড়ে উঠল সাগর-মহাসাগর। এই মহাসাগরেই কোনো এক কারণে সরল অণুগুলো একত্র হয়ে প্রাণে রূপ নিল। সেই কারণ আমাদের কাছে এখনো অজানা। এই গ্রহাণুর আঘাতের ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রচুর ধুলা ও ধ্বংসাবশেষ বায়ুমণ্ডলে মিশে গিয়েছিল। এতে স্রেফ বিলুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবীর বেশির ভাগ প্রাণী। এর মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত বিশালদেহী ডাইনোসরের বিলুপ্তি। মানুষ বায়ুজীবী প্রাণী। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেনসমৃদ্ধ বাতাস দরকার। কিন্তু আদিম মহাসাগরের আধিপত্য বিস্তার করেছিল অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া। এই আণুবীক্ষণিক গঠনের প্রাণের বেঁচে থাকার জন্য কোনো অক্সিজেনের দরকার হয়নি। সৌভাগ্য যে এসব অবায়ুজীবী ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেন নিঃসরণ করেছিল। বাতাসে মানুষের বেঁচে থাকার উপযোগী উপাদানের জোগান দিয়েছিল আসলে এরাই। অক্সিজেনসমৃদ্ধ এই নতুন বায়ুমণ্ডল আরও জটিল থেকে জটিলতর প্রাণের উদ্ভবের সুযোগ করে দিল। কিন্তু জীবন নিতান্তই পলকা। মাঝেমধ্যে মহাকাশ থেকে বড় ধরনের ধূমকেতু ও গ্রহাণু আছড়ে পড়ত আমাদের গ্রহে। তাতে নিমেষেই বড় ধরনের ওলট-পালট হয়ে যেত। ৬৫ মিলিয়ন বছর আগে, ১০ ট্রিলিয়ন টন ওজনের একটা গ্রহাণু পৃথিবীতে আঘাত হেনেছিল। জায়গাটি মেক্সিকোর ইউকাটান উপদ্বীপে অবস্থিত। মহাকাশ থেকে আসা ওই পাথরটা ভূপৃষ্ঠে যে খাদের সৃষ্টি করেছিল, তা প্রায় ১১০ মাইল প্রশস্ত এবং ১২ মাইল গভীর। এই গ্রহাণুর আঘাতের ফলে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রচুর ধুলা ও ধ্বংসাবশেষ বায়ুমণ্ডলে মিশে গিয়েছিল। এতে স্রেফ বিলুপ্ত হয়ে গেল পৃথিবীর বেশির ভাগ প্রাণী। এর মধ্যে রয়েছে বিখ্যাত বিশালদেহী ডাইনোসরের বিলুপ্তি। জীবজন্তু বা প্রাণের কোনো রূপের অস্তিত্বের চরম সমাপ্তি। এই বিপর্যয় আমাদের স্তন্যপায়ী আদিপুরুষকে সমৃদ্ধ করেছিল। তখন আর তাদের টি---রেক্সের সকালের নাশতা হলো না। এসব স্তন্যপায়ী দলের মধ্যে বড় মস্তিষ্কধারী একটা দলকে বলা হয় প্রাইমেট। তাদের থেকেই একসময় হোমো সেপিয়েন্স নামের প্রজাতির উদ্ভব হয়। তারা নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি বানাতে যথেষ্ট চৌকস। আবার মহাবিশ্বের জন্ম ও বিবর্তন সম্পর্কেও আবিষ্কার করতে পেরেছে তারা। **সমাপ্ত**

হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের আলোকে আদানি কাহিনী

পার্থপ্রতিম সেন

গত চব্বিশ জানুয়ারি আমেরিকার ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ ফার্ম হিন্ডেনবার্গের আদানি গ্রুপ কারচুপি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর আদানি গ্রুপের কোম্পানিদের শেয়ারমূল্যে এবং ভারতের শেয়ার বাজারে ধস নামে। তারপর থেকেই আদানি ইস্যুতে সারাদেশ উত্তাল। বিরোধী দলগুলো আদানি গোষ্ঠীর দেশে ও বিদেশে ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের উপর তদন্ত দাবি করেছে। সরকারি ও বেসরকারি ব্যান এবং জীবন বিমার মত সরকারি সংস্থা আদানি গ্রুপের কোম্পানিগুলোতে কোটি কোটি রুপির অর্থ লগ করেছে বা ঋণ দিয়েছে, তা কতটুকু সুরক্ষিত, বিরোধীরা সংসদের বাইরে ও ভেতরে প্রশ্ন তুলেছেন। বলে রাখা ভালো আদানি গ্রুপের দশটি কোম্পানি আছে। সেগুলি হলো এসিসি, আদানি এন্টারপ্রাইজেস, আদানিত্ত গ্রীণ এনার্জি, আদানি পোর্টস এন্ড এসইজেড, আদানি পাওয়ার, আদানি টোটাল গ্যাস, সিমেন্টস এবং এনডিটিভি। মুম্বাই স্টক এক্সচের্জের ২৫, ২৭ এবং ৩০ জানুয়ারির তথ্য থেকে জানা যায় এই তিনদিনে আদানি গ্রুপের দশটি কোম্পানির মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অর্থাৎ শেয়ার বাজারে মোট শেয়ারের মূল্য ৫,৫,৬,৬৮৫ কোটি রুপি কমে গিয়েছিল। মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কমে যাওয়া মানে লগ্নিকারীদের হাতে থাকা শেয়ারের মূল্য কমে গিয়েছিল। এটাকে বলা হয় লগ্নকারিদের নশনাল লস বা ধারণাগত ক্ষতি। এটা প্রকৃত ক্ষতি নয়, প্রকৃত ক্ষতি হবে যখন লগ্নিকারী শেয়ারটি কমে যাওয়া দামে বিক্রি করে দিবে। স্টক এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজার যেখানে নথিভুক্ত কোম্পানিদের শেয়ার প্রতিদিন কেনাবেচা হয়, সে বড় এক আজব জায়গা। ট্রেডিং বা বেচাকেনার সময় কোম্পানিদের শেয়ারের দাম ওঠানামা করে কিছুটা করে আর কিছুটা নির্ভর করে সংবেদনশীল সংবাদ বা খবরের উপর। সংবাদ সত্য মিথ্যে যা-ই হোক না কেন, বাজার যদি বিশ্বাস করে সংবাদ সত্য, তা হলে শেয়ার বাজার প্রভাবিত হবেই। সুসংবাদ হলে শেয়ারের দাম বাড়বে, দুঃসংবাদ হলে শেয়ারের দাম কমবে। গত কিছুদিন ধরে আদানি কাহিনীও সেইভাবে গড়ে উঠেছে। তবে এটা একটি করুণ কাহিনী। হঠাৎ করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার করে একটি রিপোর্ট ভারতের শেয়ার বাজারেআছড়ে পড়ল এবং ভারতের একটি ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যকে ভীষণভাবে আঘাত ভাবে একটা ধাক্কা দিল। এখন একটু দেখে নেই হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ফার্ম কে এবং তাঁরা কি করে আর আদানি গোষ্ঠী সম্বন্ধে রিপোর্টে তাঁরা কি কি বলেছে। হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ লিমিটেড লায়েবিলিটি অবস্থিত একটি ইনভেস্টমেন্ট রিসার্চ ফার্ম যাঁদের কাজ হল শর্ট সেলিং বা আগাম বিক্রি কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত থাকা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যবসায়িক কোম্পানির ফিনান্সিয়েল এবং অন্যান্য তথ্য জোগাড় করে, সেই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করে নিজেদের ওয়েবসাইটে সেইসব কোম্পানির বিরুদ্ধে পাওয়া কারচুপি, অনিয়ম, অসাধুতার অভিযোগ প্রকাশ করা এবং রিপোর্ট প্রকাশ করার আগে সেই কোম্পানিগুলোতে শর্ট পজিশন নিয়ে রাখা। শেয়ার বাজারে শর্ট সেলিং বা আগাম বিক্রি হল এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো এক লগ্নিকারি নিজের হাতে বা নিজের না থাকা সত্ত্বেও অন্য কারোকে সেই শেয়ার ভবিষ্যতের কোনো তারিখে আগাম বিক্রি করে দেয়। তারপর ভবিষ্যতের সেইদিনে বাজার থেকে শেয়ার কেনে সেই শর্ট ক্রেতাকে দিয়ে দেয়। তবে শর্ট সেলিং বা আগাম বিক্রি তারাই করে যাঁরা অনুমান করে বা জানে ভবিষ্যতের কিছুদিনের মধ্যে বিশেষ কোম্পানিটির শেয়ারের দাম কমবে এবং এইভাবে কমদামে শেয়ার কিনে বেশি দামে বিক্রয় করে মুনাফা করে। তাই হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ কোম্পানি এই রিপোর্টগুলো কাজে লাগিয়ে শর্ট সেলিং বা আগাম বিক্রি করে মুনাফা করে কি না বা মুনাফা করার জন্য অন্য লগ্নিকারীদের সহায়তা করে কি না সেটাও খতিয়ে দেখার ব্যাপার আছে। আদানি গ্রুপ কোম্পানিদের বিরুদ্ধে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বলা হয়েছে- ১) আদানি গ্রুপ কোম্পানিগুলোর শেয়ার ওভারভ্যালুভ অর্থাৎ শেয়ারের দাম অনেক বেশি যা কিনা কোম্পানিগুলোর ব্যবসা বা মুনাফা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, ২) ওদের কয়েকটা কোম্পানির ক্ষেত্রে দেখা গেছে ব্যবসার সম্পদের তুলনায় ঋণ অনেক বেশি নেয়া হয়েছে, ৩) কোম্পানি প্রোমটারদের অনেকেই নিজেদের কাছে থাকা শেয়ার বন্ধক দিয়েও ঋণ নিয়েছেন, ৪) ম্যানেজমেন্ট টিম-এর কারো কারোর পুরোণো রেকর্ড ভালো নয়, তাঁদের বিরুদ্ধে কারচুপি, কর ফাঁকি দেয়া, স্ক্যামের অভিযোগ রয়েছে, ৫) কোম্পানি শেয়ারে প্রোমটারদের অত্যধিক নিয়ন্ত্রণ এমনকি আদানি কোম্পানিদের সাথে সম্পর্কযুক্ত শেল কোম্পানিদের মাধ্যমে, ৬) নিজস্ব কোম্পানিদের মাধ্যমে বা সম্পর্কযুক্ত কোম্পানিদের মাধ্যমে নিজস্ব বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার বেশি বেশি করে চাহিদা বাড়ানো এবং শেয়ারের দাম বাড়ানো হয়েছে। আদানি গোষ্ঠীর শেয়ারে গৌতম আদানির দাদা বিনোদ আদানির বিভিন্ন সংস্থা দিয়েছে। এই সংস্থাগুলি মূলতঃ বিদেশে বিভিন্ন করফাঁকির স্বর্গরাজ্যে তৈরি করা বিভিন্ন ভুঁইফোড় সংস্থা। আদানিদের টাকা ঘুরপথে ফের আদানিদের শেয়ারে লগ্নি করে শেয়ার দর বাড়ানো হয়েছে। শেয়ার বাজারে কেলেস্কারির জন্য কুখ্যাত কেতন পারেখের নামও. রিপোর্টে উল্লেখ আছে এবং ৭) আদানিদের কয়েকটি কোম্পানির অডিটাররা যথেষ্ট অভিজ্ঞ নয়। এদিকে আদানি গ্রুপ হিন্ডেনবার্গের তোলা সমস্ত ধরণের অভিযোগ অস্বীকার করেছে এবং বলেছে আদানি গ্রুপকে কালিমালিপ্ত করাপ এইট একটি অপচেষ্টা এবং এটাকে দেশের উপর আক্রমণ বলেও আদানি গোষ্ঠী বলেছে। ৩৪৩ পাতার উত্তরে দিয়ে দিয়েছে বাকি ২৩টি মধ্যে ১৮ টি শেয়ারহোল্ডার এবং তৃতীয়পক্ষ সম্পর্কিত এবং পাঁচটি প্রশ্ন বা অভিযোগ পুরোপুরি ভিত্তিহীন বলে আদানি গোষ্ঠী দাবি করেছে। তাছাড়া আদানি গোষ্ঠী বলেছে তাঁদের প্রতিটি কোম্পানি সম্পর্কিত আর্থিক ও অন্যান্য তথ্য পাবলিক ডোমেইনে প্রকাশিত আছে এবং তাঁরা দেশের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক সংস্থার নিয়ম, কানুন, প্রাবিধনের প্রতি সম্পূর্ণ রূপে কমপ্রায়েন্স বা অনুবর্তিতা পালন করেছেন। আদানি এন্টারপ্রাইজ ২০০০০ কোটি রুপি বাজার থেকে তুলতে চেয়েছিল ফলো-অন- অফার এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করার জন্য কিন্তু হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টের পর যাওয়ায় লগ্নিকারীদের স্বার্থ মাথায় রেখে সেই প্রক্রিয়া বাতিল করে দেয় যদিও পুরোপুরি ২০০০০ কোটি রুপির অর্থই আদানি গোষ্ঠীর অনেক কোম্পানির শেয়ারের দাম অতি অল্প সময়ে অনেক গুণ বেড়েছে, সেটার মধ্যে তো সত্যতা আছে। শেয়ারের দাম শুধু কোম্পানির বিজনেস পারফর্ম্যানএর উপর নির্ভর করেনা, কোম্পানির শেয়ারের প্রতি লগ্নিকারীদের চাহিদা ও জোগানের উপর অনেক্টা নির্ভর করে বা বলা যায় শেয়ারের দাম ওঠানামার একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অনেক শেয়ারের চাহিদা বাড়বে, দামও বাড়বে। অন্যদিকে অনেক বিক্রেতা যদি কোনো কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে চায়, তাহলে বাড়বে এবং দাম কমবে। তাই শেয়ার বাজারকে বলা হয় ক্রেতা বিক্রেতাদের খেলার ময়দান। আদানি শেয়ারের ক্ষেত্রেও সেটা হয়েছে। আদানি শেয়ারের দাম যে গত দু'বছরে কয়েকগুণ বেড়েছে, সেটার পিছনে ছিল ক্রেতাদের ভূমিকা। অনেকেই আদানির সংখ্যা বেশি, তাই দাম বেড়েছে। এইসব নিজেদের কোম্পানি বা নিজেদের সম্পর্কিত কোম্পানি বা নিজেদের প্রভাবিত লগকারি যাঁরা দেশি বা বিদেশি হতে পারে। শেয়ার বাজারে তো আগে অনেকবার ম্যানিপুলেশন হয়েছে, স্ক্যাম বা কেলেঙ্কারি হয়েছে। যতই হয়, শেয়ার বাজারে মনে হয় ম্যানিপুলেশনের সুযোগ থেকে যায়। আদানি গোষ্ঠীর একটি কোম্পানি আদানি টোটাল গ্যাস-এর শেয়ারের দামে কি ভাবে উত্থান হয়েছিল, সেটা একটু দেখে নেই। ২০২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে আদানি টোটাল গ্যাস-এর শেয়ার ১০০ রুপির আশেপাশে কেনাবেচা চলছিল। নভেম্বর ২০১৮ সালে যখন এই শেয়ারটি স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত হয়েছিল, তখনও শেয়ারটির দাম ১০০ রুপির আশেপাশে ছিল, দেড়-দু'বছরে বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু নভেম্বর ২০২০ আসতে না আসতেই অর্থাৎ মাত্র ছ'মাসেই এই শেয়ারের দাম তিন গুণ বেড়ে৩০০ টাকার আশেপাশে এসে গেল। ২০২১ সালের মে মাসে শেয়ারটির দাম দাঁড়াল ১৪০০ রুপি অর্থাৎ এক বছরে শেয়ারটির দাম ১৪ গুণ বেড়ে গেল, ভাবা যায়? কোভিড কালে কারো পৌষ মাস, কারো সর্বনাশ! তারপর জুন-জুলাই মাসে এই শেয়ারটির দাম কমে অগাষ্ট মাসে অর্থাৎ এক মাস পর শেয়ারটির দাম আবার বাড়লো ৬২ শতাংশ। তারপর দু'মাস পর যখন ভারতের শতাংশ। তারপর দু'মাস পর যখন ভারতেরও বিদেশের শেয়ার বাজারগুলো উর্ধ্বসীমা পৌঁছে নিম্নমুখী হতে শুরু করলো, তখনও কিন্তু আদানি গোষ্ঠীর এই শেয়ারের দাম উর্ধ্বমুখী রইলো এবং ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গিয়ে সেই শেয়ারটির দাম হল ৩৯০০ রুপির আশেপাশে অর্থাৎ আড়াই বছরে প্রায় ৩৯ গুণ বৃদ্ধি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! আড়াই বছরে একলক্ষ রুপি ইনভেস্ট করে ঊনচল্লিশ লক্ষ রুপি পাওয়া। এ তো শুধু শেয়ার মার্কেটের মতো আজব জায়গায়ই সম্ভব! আজকের দিনে (১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) "আদানি টোটাল গ্যাস-এর শেয়ারের দাম ১১৩৩-০৫ রুপি। দেড় মাসে ৭০ শতাংশ পতন। এখানেই শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা ও কার্যবিধির কথা উঠে আসে। শেয়ার বাজারের নিয়ন্ত্রক সেবি অর্থাৎ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া এখন বলছে যে যেসময় আদানি গ্রুপের কোম্পানিগুলোর শেয়ারের দাম অত্যধিক সারভাইল্যা মেজার ফ্রেমওয়ার্ক বা "অতিরিক্ত নজরদারি পদক্ষেপ কাঠামো" অনেকবার দীর্ঘ সময়ের জন্য ট্রিগার বা চালু করা হয়েছিল যার কাজ কিনা শেয়ার দামে অত্যধিক ভলেটিলিটি বা অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণ করা। এই কার্যবিধি অনুযায়ী লগ্নিকারিদের সতর্ক করা হয়েছিল যে যেসব শেয়ারের দামে বেশি অস্থিরতা থাকবে, সেখানে ঝুঁকি অনেক বেশি। অস্থির মার্কেটে লাভও বেশি হতে পারে, আবার ক্ষতিও বেশি হতে পারে, দু'টোর সম্ভাবনা প্রবল। শেয়ার বাজারে লগ্নিকারিদের দু'টো আবেগ কাজ করে। লোভ এবং ভয়। অনেকে লোভের বশবর্তী হয়ে অস্থির মার্কেটে থেকে যান আবার অনেকে ভয়ের বশবর্তী হয়ে অস্থির মার্কেট থেকে দূরে থাকেন। বর্তমান আদানি এপিসোডের পর সেবি এখন নিশ্চয়ই খতিয়ে দেখবে যে যায় এবং সাধারণ লগ্নিকারিসহ অন্যান্য লগকারিদের সুরক্ষিত করা যায়, নজরদারির কাঠামো আরও শক্তিশালী করা যায়। এদিকে হিন্ডেনবার্গ-আদানি কান্ডে দুটি জনস্বার্থ মামলা সুপ্রীম কোর্টের কাছে এসেছে। প্রথমটিতে বলা হয়েছে সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির অধীনে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে যা যা বলা হয়েছে, সে ব্যাপারগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তদন্ত করে দেখা। দিতীয়টিতে বলা হয়েছে আগাম বিক্রি বা শর্ট সেলিংকে ফ্রড বা কারচুপি হিসেবে ঘোষণা করা এবং হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা নাথান এন্ডারসনের বিরুদ্ধে তদন্ত করা কারণ এই শর্ট সেলি-এর ফলে শেয়ার বাজারে ধস নামে যার ফলে অনেক নিদেষি লগিকারি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। সুপ্রীমকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সেবি বলেছে হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার আগে ও পরের ঘটনাবলির তদন্ত করে দেখবে কোনোভাবে শেয়ার বাজার সংক্রান্ত সেবির কোনো নিয়ম কানুন, প্রাবিধান-এর উলঙ্ঘন হয়েছে কি না। আগাম বিক্রি বা শর্ট সেলিং এর ব্যাপারেও সেবি তদন্ত করবে বলে জানিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবে যাঁরা কিনা খতিয়ে দেখবেন লগ্নিকারীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শেয়ার বাজারের রেগুলেশন বা প্রবিধানকে আরো শক্তিশালী করা যায় কিনা যাতে সাধারণ লগকারিদের স্বার্থ সুরক্ষিত অফিসার জানিয়েছেন হিন্ডেনবার্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে যে আদানি গ্রুপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ৩৮টি বৈশ্বিক কোম্পানি এবং ১১টি ফান্ডের পাওয়া যায়নি। ১৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার আদানি গোষ্ঠীর ফ্ল্যাগশিপ কোম্পানি আদানি এন্টারপ্রাইজের এই আর্থিক বছরের (২০২২-২৩) তৃতীয় ত্রিমাসিক অর্থাৎ অক্টোবর-ডিসেম্বর-এর ফাইনেন্সিয়েল রেজাল্ট ঘোষণা করা হয়েছে। নিট মুনাফা হয়েছে ৮২০ কোটি রুপি যদিও একবছরের আগের একই ত্রৈমাসিকে ক্ষতি ছিল প্রায় ১১ কোটি রুপির মত। আদানি এন্টারপ্রাইজের চেয়ারম্যান বললেন শেয়ারের দামে যে অস্থিরতা সেটা খুব সাময়িক এবং আদানি গোষ্ঠীর আর্থের বা অর্থপ্রাপ্তির কোনো সমস্যা নেই। ঋণের পরিমাণ কম রেখে আদানি এন্টারপ্রাইজ ব্যবসা সম্প্রসারণ ও বৃদ্ধির দিকে এগিয়ে যাবে। লগকারি এবং নিয়ন্ত্রকদেরত্ত আস্থা ফেরানোর জন্য আদানি গোষ্ঠী নিরপেক্ষ অডিটর হিসেবে অডিট সংস্থা গরান্ট থর্নটকে নিয়োগ করেছে। হিন্ডেনবার্গ রিপোর্টে যেসব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখে অডিট সংস্থা রিপোর্ট দিবে যাতে করে অভিযোগগুলো খন্ডিত হয়, সেই আশা আদানি গোষ্ঠীর কর্মকর্তাদের। এদিকে ভারতের শেয়ার বাজার আদানি ঝাপটা প্রায় কাটিয়ে উঠেছে। ১৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সেনসেক্স ৬০০ পয়েন্ট উঠে ৬১০০০ পয়েন্টের সীমারেখা পার করে দিনের শেষে, ৬১০৩২.২৬ পয়েন্টে বন্ধ হল।

সবশেষে দেখে নেই এই হিন্ডেনবার্গ- আদানি উপাখ্যান থেকে কি কি শিক্ষা পেলাম এবং আগামীদিনে কি কি করা উচিত ১) শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের উচ্চাশা থাকা ভালো। কিন্তু অত্যধিক উচ্চাশার জন্য নৈতিকতা বিসর্জন দেওয়া কখনও সঠিক নয় কারণ অনৈতিক পথে হাঁটলে প্রতিষ্ঠানের সুনাম আঘাতপ্রাপ্ত হয়। প্রতিষ্ঠানের সুনাম কালিমালিপ্ত হলে হয়। ২) কোনো একটি কোম্পানির শেয়ারের দাম যদি অতি অল্প সময়ে অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহলে নিয়ন্ত্রক তদন্ত করে খুঁজে বের করতে হবে তার কারণ এবং সেই অনুযায়ী শোধরানোর সঠিক পদক্ষেপ নিতে হবে। একবছরে একটি শেয়ারের দাম স্বাভাবিক ভাবে বড়জোর ২০-৩০ু বাড়তে পারে, এর বেশি লগ্নিকারিরাও আশা করেনা। তাহলে তার থেকে বেশি হলে শোধরানোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। স্টক মার্কেট সম্বন্ধে শিক্ষার প্রসার হওয়া উচিত। ৩) হিন্ডেনবার্গের মত সংস্থা এইভাবে কোম্পানি সম্বন্ধে কারচুপির রিপোর্ট প্রকাশ করে এবং নিজে আগাম বিক্রি বা শর্ট সেলিং করে মুনাফা করবে এবং স্টক মার্কেটে ও সেই কোম্পানির শেয়ারের দামে ধস নামিয়ে সাধারণ লগ্নিকারীদের আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করবে, সেই প্র্যাকটিস অচিরেই বন্ধ করা উচিত। (যৌজন্যে-দৈ :স্টেটষম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার রাতে মরিয়মনগরে যীশুঃ দেবতা পরিদর্শন করেন মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা।

টেটে ভুয়ো পরীক্ষার্থী ! মালদা থেকে গ্রেফতা ৩

মালদা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : প্রাথমিক টেটে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেও ভুয়ো পরীক্ষার্থী। মোট ৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল মালদা থানার পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের খোঁজে তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

রবিবার ছিল প্রাথমিকের টেট। পুলিশ সূত্রে খবর, পুষ্পাঞ্জলী কুমারী নামে এক মহিলা পুরাতন মালদার গৌড় কলেজে পরীক্ষায় বসেছিলেন। তাঁকে দেখে সন্দেহ হয় পরিদর্শকের। স্বাভাবিকভাবেই তাঁকে একাধিক প্রশ্ন করা হয়। তার পরই প্রকাশ্যে আসে আসল তথ্য। জানা যায়, বিশ্বজিৎ মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির স্ত্রীর হয়ে পরীক্ষায় বসেছেন তিনি। জিজ্ঞাসাবাদের পর আটক করা হয় পুষ্পাঞ্জলীকে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই দুই সাগরেদ বিশ্বজিৎ মণ্ডল এবং বিজয় কুমারকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃত পুষ্পাঞ্জলী ও বিজয়ের বাড়ি বিহারের পূর্ণিয়ায়। এদিকে বিশ্বজিতের বাড়ি পুখুরিয়া থানার হরিপুরে।সোমবার ধৃত তিনজনকেই মালদা আদালতে তোলা হয়। তাঁদের পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই চক্রটির সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। প্রসঙ্গত, টেট পরীক্ষায় যাতে কোনওভাবে বেনিয়ম না হয় সেদিকে কড়া নজর ছিল পর্ষদের। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছিল সমস্ত পরীক্ষা কেন্দ্র। তা সত্ত্বেও এহেন ঘটনা পর্ষদের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিল।

কামারহাটির পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারের বাড়ি থেকে উদ্ধার থরে থরে গয়না

বারাকপুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.)।বড়দিনেও সক্রিয় ইডি। সোমবার কামারহাটি পুরসভার এক ইঞ্জিনিয়ারের বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা। সেখানে হানা দিতেই চক্ষু চড়কগাছ আধিকারিকদের। ইডির হানায় উঠে এল আড়াই কিলো সোনা, হিরের গয়না। তাঁর বাড়ি থেকেই এই বিপুল জিনিস উদ্ধার হয়েছে বলে খবর। তমালের অর্জুনপুরের ফ্ল্যাট থেকে এই সম্পত্তির নথি ও গয়না উদ্ধার করা হয়েছে।

কামারহাটি পুরসভার ওই ইঞ্জিনিয়ারের নাম তমাল দত্ত। তিনি চাকরি পান ২০১৬ সালে। সুতরাং ৬ বছর আগে চাকরি পান কামারহাটি পুরসভায়। এই ৬ বছরে এত সম্পদ কেমন করে সম্ভব? তাঁর বাড়ি দেখে বোঝার উপায় ছিল না এত পরিমাণ সম্পত্তি সেখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার এত কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হলেন কী করে? তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। ইতিমধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তদন্ত শুরু করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসাররা। এছাড়া কোনও বড় দুর্নীতির সঙ্গে তাঁর যোগ আছে কিনা সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কমান্ডারদের কাছ থেকে বর্তমান পরিস্থিতি জানতে পুঞ্চ সেক্টরে সেনাপ্রধান

জম্মু, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : কমান্ডারদের কাছ থেকে বর্তমান স্থল পরিস্থিতি জানতে সোমবার পুঞ্চ সেক্টরে উপস্থিত হন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। পুঞ্চ সেক্টরে বৃহস্পতিবার সন্ত্রাসবাদী হামলার পর তিনি এদিন সেনার গাড়িতে করে সেখানে উপস্থিত হন। সন্ত্রাসবাদী হামলার পর জম্মু বিভাগের বর্তমান নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করতে সোমবার রাজৌরি যান জেনারেল মনোজ পান্ডে। সোমবার রাজৌরির স্থল পরিস্থিতি পর্য্যালোচনা করেন সেনাপ্রধান। ঊর্ধতন সেনা আধিকারিকরা মনোজ পান্ডেকে সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান এবং নিরাপত্তা গ্রিড শক্তিশালী করতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে জানান।পুঞ্চের সীমান্ত জেলার সুরনকোট এলাকায় ডেরা কি গালি এবং বুফলিয়াজের মধ্যে বৃহস্পতিবার সেনাবাহিনীর দুটি গাড়িতে সন্ত্রাসবাদীরা হামলা চালালে পাঁচ সেনার মৃত্যু হয়। এরপর থেকে সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে পুঞ্চে ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চালানো হচ্ছে।

মনোজ পান্ডে এদিন কমান্ডারদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের সবচেয়ে পেশাদার পদ্ধতিতে অপারেশন পরিচালনা করতে এবং সমস্ত চ্যালেঞ্জের বিরুদ্ধে অবিচল থাকতে উৎসাহিত করেন জেনারেল মনোজ পান্ডে। লেফটেন্যান্ট জেনারেল উপেন্দ্র দ্বিবেদী, জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-ইন-চীফ, উত্তর কমান্ড, লেফটেন্যান্ট জেনারেল সন্দীপ জৈন, জম্মু-ভিত্তিক হোয়াইট নাইট কর্পস, সিনিয়র বেসামরিক প্রশাসন এবং পুলিশ আধিকারিকদের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের জন্য রাজৌরিতে মোতায়েন করা হবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ঘটনাস্থলের কাছাকাছি অনুসন্ধান অভিযান চলছে। পুঞ্চ এবং রাজৌরিতে টানা তৃতীয় দিন ধরে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

করোনার বাড়বাড়ন্তের কারণে আগামীকাল বৈঠকের সিদ্ধান্ত কর্ণাটক মন্ত্রিসভার

দেহরাদুন, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বর্তমান করোনা পরিস্থিতির কারণে কর্ণাটক মন্ত্রিসভা একটি বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কর্ণাটক মন্ত্রিসভার সাব-কমিটি বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার একটি বৈঠকের আয়োজন করেছে।

কর্ণাটকের স্বাস্থ্যমন্ত্রী দীনেশ গুন্ডু রাও সোমবার জানিয়েছেন, কর্ণাটক সরকারের মন্ত্রিসভার সাব-কমিটি রাজ্যে কোভিড-১৯ পরিস্থিতি পরিচালনা করার জন্য একটি বৈঠক করবে। এই বৈঠকে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয়ে আরও ভালো ব্যবস্থা গ্রহণের আলোচনা করা হবে। দীনেশ গুন্ডু রাও আরও ইঙ্গিত দিয়েছেন যে এখন পর্য্যন্ত কোনও বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে না। তবে জনগণকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হবে। করোনার সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখন কোভিড পরীক্ষা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কেসও বাড়বে। রাও জানিয়েছেন, আমাদের টিএসি গতকাল বৈঠক করেছে এবং এবিষয়ে আলোচনা করেছে। আগামীকাল ২৬ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার যে সাব-কমিটি বৈঠক করছে তারা তাদের পরামর্শ বা সুপারিশগুলি খতিয়ে দেখবে এবং আরও কী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।

শওকত মোল্লার ফেসবুক হ্যাক, সাইবার সেলের দ্বারস্থ বিধায়ক

ক্যানিং, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লার ফেসবুক পেজ হ্যাক করে পোস্ট করা হল একের পর এক অশ্লীল ছবি। যা নিয়ে রীতিমত আলোড়ন পড়েছে। যদিও ফেসবুক স্টেটাসে ছবি শেয়ার হতেই পুরো ঘটনাকে ষড়যন্ত্র বলেই দাবি করেছেন বিধায়ক।

সোমবার সংবাদমাধ্যমের সামনে শওকত মোল্লা বলেন, 'এমএলএ শওকত মোল্লা নামে আমার যে ফেসবুক পেজ, সেটা ষড়যন্ত্র করে হ্যাক করা হয়েছে। বিরোধীদের আইটি সেলের কাজ বলেই আমার মনে হয়েছে। আমাদের ফলোয়ার্স, ভিউয়ার্স এতটাই বেশি যে এরা ষড়যন্ত্র করে। আমরা এর তীব্র নিন্দা করি। এ ধরনের নোংরামো বাংলার মানুষ তো বটেই, দেশের মানুষও মানবে না।' ইতিমধ্যেই এই ঘটনার কথা সাইবার সেলে জানিয়েছেন বিধায়ক। তাঁরা বিষয়টি দ্রুততার সঙ্গে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

উত্তরাখণ্ডে লোকসভার অধ্যক্ষ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে স্বাগত জানান মুখ্যমন্ত্রী

দেহরাদুন, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : লোকসভার অধ্যক্ষ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী সোমবার উত্তরাখণ্ড পৌঁছোলে তাঁদের স্বাগত জানান উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। সোমবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা এবং কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং উত্তরাখণ্ডে আসেন।

এদিন উত্তরাখণ্ডে তাঁদের আগমন ঘটলে মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি তাঁদের ভেল হেলিপ্যাডে স্বাগত জানান। স্বাগত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তাদের একটি বইও উপহার দেন ধামি। এই বইটি স্বামী রামের উপর ভিত্তি করে রচিত। স্বামীরামের নামে জলি গ্রান্টে একটি বিশাল হাসপাতালও তৈরি করা হয়েছে। এই বইটিতে হিমালয়ের সাধুদের সঙ্গে স্বামীরামের বসবাসের সমস্ত বিষয়বস্তু উল্লেখ করা রয়েছে।

কলকাতায় শুরু হচ্ছে তিন দিনের ফুড ইন্ডিয়া এক্সপো- ২০২৩

কলকাতা, ২৩ ডিসেম্বর (হি.স.): ব্যবসা বিষয়ক সংবাদপত্র 'ব্যাপার এক্সপ্রেস"'- এর উদ্যোগে কলকাতার বিশ্ববাংলা মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে তিন দিনের ফুড ইন্ডিয়া এক্সপো-২০২৩। আগামী ২৮, ২৯ ও ৩০ ডিসেম্বর তিন দিন সকাল দশটা থেকে সন্ধে পর্য্যন্ত এই মেলা খোলা থাকবে সাধারণ মানুষের জন্য। কোনও প্রবেশ মূল্য লাগছে না।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন খাদ্য প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি এবং খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি তাদের উৎপাদিত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এই মেলায় হাজির হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন মেলার উদ্যোক্তা 'ব্যাপার এক্সপ্রেস"- এর মুখ্য প্রবন্ধক তিলক রাজ অরোরা। তিনি সোমবার সাংবাদিকদের বলেন, এই সপ্তম এক্সপো-র জন্যে তাঁরা বেছে নিয়েছেন কলকাতাকে। এই প্রথমবার কলকাতায় তাঁরা এই ধরনের অভিনব মেলার আয়োজন করছেন।

মুর্শিদাবাদে বোমা উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক

মুর্শিদাবাদ, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : মুর্শিদাবাদ জেলার বুরওয়ান থানার অন্তর্গত কাঁথি-সায়েন্টিয়া স্টেট হাইওয়ের কুলি চৌরাস্তা মোড়ে একটি শৌচালয়ের কাছে একটি ব্যাগ থেকে বোমা উদ্ধার ঘিরে এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। সোমবার সকালে বোমা উদ্ধার হয়।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, শৌচালয়ের কাছে দুটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়েছে যাতে মোট নয়টি বোমা ছিল। সোমবার সকালে প্রথমে এক শৌচালয় কর্মীর চোখ পড়ে ব্যাগের ওপর। সন্দেহ হলে তিনি দায়িত্বরত সিভিক ভলান্টিয়ারদের জানান। এরপর যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে বুরোয়ান পুলিশ ঘটনাস্থল ঘেরাও করে। এরপর পুলিশকে খবর দেয় বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল।

ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় মহিলার দেহ উদ্ধার

কাঙ্কের , ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলায় গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়। সোমবার সকালে ছত্তিশগড়ের কাঙ্কের জেলার সিটি কোতয়ালি থানা এলাকার অঞ্জনী গাধিয়াপাড়া গ্রামে একটি তেঁতুল গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় এক মহিলার দেহ উদ্ধার করা হয়। মৃতা মহিলার মুখে ও শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। গ্রামবাসীরা এদিন সকালে গাছের সঙ্গে এক মহিলার দেহ ঝুলতে দেখে পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশি তদন্তের পরই মহিলার পরিচয় ও তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

বড়দিনের সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড চ্যাংরাবান্ধায়, ভস্মীভূত দুটি বাড়ি

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বড় দিনের সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায়। যার জেরে পুড়ে ছাই দুটি বাড়ি। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯২ ভোগজান এলাকায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ও মেখলিগঞ্জ দমকল বাহিনী। হতাহতের খবর নেই।

স্থানীয়রা জানান, এলাকার জ্ঞানবালা বর্মনের বাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুন পাশেই তার মেয়ে সন্ধ্যা বর্মনের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুটি বাড়ি। একটি ঘর ছাড়া দুটি বাড়ির সব কিছু পুড়ে গিয়েছে। যদিও ঘটনায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ও মেখলিগঞ্জ দমকল বাহিনী। কিন্তু ততক্ষণে সবটাই পুড়ে যায়। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মীনাক্ষী বর্মন বলেন, 'বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। সন্ধ্যা প্রদীপ নাকি শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। আপাতত তাদের বাড়ির যে ঘরটা কোনমতে রক্ষা পেয়েছে সেটায় কোনরকমে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার পঞ্চায়েতের তরফে ত্রানের ব্যবস্থা করা হবে।'

কিশনগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকল গাড়ি, জখম শিশু সহ ৩

কিশনগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বড়দিনে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন মা ও শিশুকন্যা সহ তিনজন। সোমবার কিশনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরের সামনে একটি চারচাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়লে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় আহতদের নাম সনজিদ খাতুন(৪০), আফিকা খাতুন(৩) ও মহম্মদ ইমরান(১৬)। আহতদের প্রথমে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর অবস্থা হওয়ায় পরে তিনজনকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ স্থানীয় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন পূর্নিয়ার দিক থেকে একটি চারচাকা গাড়ি দ্রুতগতিতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মন্দিরের সামনে দাড়িয়ে থাকা স্থানীয় হাজী বস্তির তিনজনকে প্রথমে চাপা দেয়। এরপর গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইক ও দুটি চারচাকার গাড়িতে প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা মারে। আর মন্দিরের পাশের একটি চা মিষ্টির দোকানে ঢুকে যায়। যদিও দোকানের কোনও গ্রাহক বা মালিক আহত হননি। কারণ তারা আগেই দোকান থেকে বেরিয়ে যান। এই ঘটনার পরে স্থানীয় লোকজন ঘাতক গাড়ির চালককে আটক করে পুলিশের হেপাজতে তুলে দেয়। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় লোকজন কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পথ অবরোধ তুলে নেয়।

নির্মমতার সাক্ষীঅন্ডাল, কুয়োতে ফেলে ৬ সারমেয়কে খুন !

দুর্গাপুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.): ফের কুকুরের ওপর নিষ্ঠুরতা। এবার ঘটনাস্থল অন্ডালের কাজোড়া। কুয়োয় ফেলে ৬ সারমেয়কে খুনের অভিযোগ উঠল। অসুস্থ উদ্ধার ২ সারমেয়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের কাজোড়া গ্রামের ছাতিম তলা মনসা মন্দিরের কাছে।

ঘটনায় স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত্রে পাড়ার কুয়োর কাছে এক ব্যক্তি এলাকার কয়েকটি কুকুরকে ধরে ফেলছে। দেখতে পাওয়া যায়। বাসিন্দারা কাছে যেতেই ব্যক্তিটি চম্পট দেয়। ততক্ষণে ৮ টি কুকুর ফেলে দিয়েছে ওই ব্যক্তিটি।

তড়ি ঘড়ি বাসিন্দারা দড়ি নিয়ে এসে সারমেয় গুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে।

৮ টি সারমেয়র মধ্যে ছয়"টি ছিল সারমেয় সাবক ছিল। ছয়টি সারমেয় সাবক ততক্ষণে জলের তলায় তলিয়ে যায়। এরপর পাড়ার আরো লোকজন জড়ো হলে এক ব্যক্তি কুয়ো তে নেমে উদ্ধার করে সারমেয় গুলিকে। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক সারমেয় জীবিত উদ্ধার করা গেলেও ৬ সারমেয় সাবককে বাঁচানো যায়নি। তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা শীঘ্রই ওই ব্যক্তিকে ধরে উপযুক্ত কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। সোমবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিকের সদস্যরা।

এই ঘটনায় নির্মমভাবে সারমেয়দের হত্যাকারীর সন্ধানে তল্লাশি শুরু পুলিশের। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিকের সম্পাদক সুবীর মন্ডল জানান, এই ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত হোক। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জয়সালমেরে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু তিন বন্ধুর, আহত এক

জয়সালমের, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : জয়সালমেরে তানোর মাতা দর্শন করে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় তিন বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন বন্ধু। সোমবার সকালে গুজরাট থেকে তিন বন্ধু গাড়িতে করে তানোর মাতা মন্দির দর্শন করে ফিরছিলেন। ঘন কুয়াশার কারণে বারমেড় জেলার ধোরিমান্না বোর টোল প্লাজার কাছে অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে তাদের গাড়ির সংঘর্ষে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে।

এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই তিন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, আর এক যুবক গুরুতর আহত হয়। জানা গিয়েছে, গুজরাট থেকে চার যুবক একটি গাড়িতে করে জয়সালমের এসেছিলেন তানোর মাতার দর্শন করতে। দর্শন করে আমেদাবাদে ফিরে যাচ্ছিলেন চারবন্ধু। সোমবার সকাল ৭টা নাগাদ বারমেড় জেলার জাতীয় সড়ক-৬৮-এর ধোরিমান্না বোর টোল প্লাজার কাছে একটি অন্য গাড়ির সঙ্গে তাঁদের গাড়ির সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনা এতটাই মারাত্মক আকার নেয় যে যুবকদের গাড়িটি পুরোপুরি ভেঙে পড়ে এবং গাড়িতে থাকা চার যুবকই আটকে পড়ে। পথচারীরা দড়ি দিয়ে গাড়ির সামনের অংশ টেনে চার যুবককে গাড়ি থেকে বের করে ধোরিমান্না হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা তিনজনকে মৃত ঘোষণা করেন। গুরুতর আহত হয়েছেন এক যুবক। ধোরিমান্না পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন জিতিন(৪৮), বিষ্ণু(৫০) এবং জিগনেশ কুমার(৫০)। তিনজনই আমেদাবাদের বাসিন্দা। আহত যুবকের নাম গান্ধীনগরের বাসিন্দা বিষ্ণু ভাই (৮৯)।

বিষ্ণুকে প্রাথমিক চিকিৎসার পরে ডিসা (গুজরাট) জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর মহাসড়কে যানজটের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলের আশেপাশের সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখছে। মৃতদেহ মর্গে পাঠানও হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা আসার পর ময়নাতদন্ত করা হবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আজমের স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত কলকাতাগামী ট্রেন

আজমের, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের আজমের স্টেশনের কাছে লাইনচ্যুত হয়ে গেল কলকাতাগামী ট্রেন। সোমবার এই দুর্ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ট্রেনটির ৪টি কোচ বেলাইন হয়ে গিয়েছে। যদিও হতাহতের কোনও ঘটনা ঘটেনি। ট্রেনটি কারশেডে নিয়ে যাওয়ার সময়ই এই ঘটনা ঘটে বলে রেলের তরফে জানানো হয়েছে।

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আজমের-শিয়ালদহ ট্রেনটি কারশেডে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময়ই ট্রেনের ৪টি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়।চালক বুঝতে পেরে সঙ্গে-সঙ্গে ট্রেনটি থামিয়ে দেন। ফলে বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যান রেলকর্মী ও আধিকারিকেরা। রেলের জনসংযোগ আধিকারিক ক্যাপ্টেন শশী কিরণ আজমের তিনি বলেন, ট্রেনের চারটি বগি বেলাইন হয়ে গিয়েছে। তবে কেউ হতাহত হননি। এই ঘটনায় এই লাইনে ট্রেন চলাচলও ব্যাহত হয়নি। সেকেন্ড লাইন দিয়ে ট্রেন চলাচল অব্যাহত রয়েছে। ট্রেনটি আজমের জংশনের কারশেডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

দিল্লির স্যাক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রাল পরিদর্শন নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিজেপির সর্ভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা সোমবার ক্রিসমাসের দিন দিল্লির স্যাক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রাল চার্চ পরিদর্শন করেন। এই চার্চ পরিদর্শন করে তিনি যীশু খ্রিস্টকে মানবতার অনুপ্রেরণা হিসাবে প্রশংসা করেছেন। নাড্ডা ক্যাথিড্রাল চার্চের সিনিয়র ফাদারদের সঙ্গেও এদিন দেখা করেন। বিশেষজ্ঞ মহল মনে করছে,নাড্ডার ফাদারদের সঙ্গে দেখা করা খ্রিস্টানদের কাছে বিজেপির প্রচারের অংশ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইস্টারে এই ক্যাথিড্রাল চার্চই পরিদর্শন করেছিলেন।

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তাঁর সফরের পরে বলেন, যিশুখ্রিস্ট তাঁর জীবন শান্তি ও সম্প্রীতির জন্য উৎসর্গ করেছিলেন। অনেকের মত, বিজেপি খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে, বিশেষ করে কেরলের মতো রাজ্যে যেখানে খ্রিস্টানরা বেশি সংখ্যায় রয়েছে। বিজেপি উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলিতে ভোটের জন্য প্রচুর প্রচার করছে, সেখানে প্রচুর খ্রিস্টান জনসংখ্যার মানুষ রয়েছেন।

সাপের আতঙ্কে বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে

বাঁকুড়া, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : সাপের উপদ্রবে ঘুম ছুটেছে বাঁকুড়ার গ্রামাঞ্চলে। আমন ধান কেটে বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা ব্যস্ত।কিন্তু শিয়ালচাঁদা নামক এক সাপের ভয়ে সন্ত্রস্ত তারা।একের পর এক গ্রামে এই সাপের দংশনের খবর আসছে।সাপের কামড়ে মৃত্যুও ঘটছে। দিন কয়েক আগে তালডাংরা থানার ধোবাজোড় গ্রামের বাসিন্দা গোবর্ধন পাল নামক জনৈক চাষী ধান কাটার কাজ দেখতে নিজ জমিতে যাওয়ার সময় শিয়ালচাঁদা সাপে কামড়ায়।তাকে তৎক্ষণাৎ সানীয় হাসপাতালে ও পরে বাঁকুড়া সম্মীলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়।কিন্তু দিনকয়েক চিকিৎসা ধীন থাকার পর মারা যায়।এর পূর্বে প্রায় মাস তিনেক আগে ওন্দা থানার নিশ্চিন্তিপুর গ্রামের নন্দ মুখার্জি কে এই সাপে কামড়ায়।তাকে বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানে বেশকিছুদিন চিকৎসাধীন থাকার পর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়।তিন মাস পর তার হঠাৎ শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়।গ্রামবাসীদের বক্তব্য সাপের কামড়ে র কারনেই এই সমস্যা হয়েছে। গ্রামের অধিবিসীরা বলছেন এই সময় সাধারণত সাপ গর্তে চলে যায়।কিন্তু শিয়াল চাঁদা সাপ এই সময় আকছার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।লম্বায় প্রায় তিন হাতের চেয়ে বেশী কোনও কোনও সাপ।তাদের মতে এই সাপকে মেরে ফেলার পরেও

সোমবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ও নবাদোল বণিক।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঠাকুর রামকৃষ্ণের যখন যা খেতে ইচ্ছা হতো , ঠিক জোগাড় হয়ে যেত

রানী রাসমনির উৎসাহেই ঠাকুর রামকৃষ্ণের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর নাম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। কিন্তু ঠাকুরের কল্পতরু হয়েছিল কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। সময়টা ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি। সত্যি তিনি কল্পতরু ছিলেন। ভক্তদের মনোবাঞ্ছা ঠিক পূরণ হতো তাঁর কাছে কিছু প্রার্থনা করলে। আর তিনি নিজে যখন যা খেতে চাইতেন, ঠিক তা জোগাড় হয়ে যেত।

এমনই একবার দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন ঠাকুরের চালকুমড়োর তরকারি খাওয়ার খুব ইচ্ছে হল। কিন্তু উপায় কী? তন্ন তন্ন করে খুঁজেও সেদিন বাজারে একটি চালকুমড়ো-ও খুঁজে পাওয়া গেল না। অবশেষে বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল এক গৃহস্থবাড়ির মাচায় একটি চালকুমড়ো আছে।ঠাকুরের ভক্তরা গৃহস্বামীকে চালকুমড়োটি দিতে অনুরোধ জানান। কিন্তু গৃহস্বামী রাজি হলেন না। তিনি জানালেন, এই চালকুমড়োটি তাঁর গৃহদেবতার জন্য কুটো বেঁধে রাখা হয়েছে। কাজেই ওটি তিনি কিছুতেই দিতে পারবেন না। অগত্যা সকলে ব্যর্থমনোরথ হয়ে দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এলেন। এসেই দেখেন, এক কাণ্ড! ধুপ করে এক শব্দ হয় প্রথমে। তারপর-ই সকলে দেখলেন, কোথা থেকে এক হনুমান এসে একটি চালকুমড়ো নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। দেখে ঠাকুরের সে কী হাসি! শিশুর মত বলে উঠলেন, ওই দ্যাখ, স্বয়ং মহাবীরজি মাথায় করে এটা দিয়ে গেলেন।'

সাধারণ নাকি যক্ষ্মার কারণে কাশি হচ্ছে বুঝবেন যে লক্ষণে

একটানা কাশির লক্ষণকে কমবেশি সবাই মৌসুমি ফ্লুর লক্ষণ হিসেবেই বিবেচনা করেন। তবে হঠাৎ করেই সর্দি ছাড়াই যদি কাশির সমস্যা দেখেন তাহলে সতর্ক হতে হবে। কারণ যক্ষ্মার অন্যতম লক্ষণ হলো কাশি।

বেশিরভাগ মানুষই যক্ষ্মার কাশিকে সাধারণ ভেবে ভুল করেন। মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিবি সংক্রমণের কারণে দীর্ঘদিন কাশিতে ভুগতে হয়।

সাধারণ কাশি উপরের শ্বাসনালির সংক্রমণের কারণে হয়। তবে সাধারণ নাকি যক্ষ্মার কারণে কাশি হচ্ছে বুঝবেন যে লক্ষণে-

এ বিষয়ে ভারতের গুরুগ্রামের সিকে বিড়লা হাসপাতালের ক্রিটিক্যাল কেয়ার অ্যান্ড পালমোনোলজির প্রধান ডা. কুলদীপ কুমার গ্রোভার জানান, প্রচণ্ড কাশির সমস্যায় ভুগলে এর সম্ভাব্য কারণ, ধরন ও সময়কালের দিকে মনোযোগ দেওয়া জরুরি।

পালমোনারি যক্ষ্মা ও দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসযন্ত্রের অসুস্থতার কারণে কাশি হতে পারে। তবে এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ যে, প্রাথমিক পর্যায়ে পালমোনারি যক্ষ্মার লক্ষণও সাধারণ কাশির মতো। যদি আপনি একটানা ২ সপ্তাহের বেশি সময় ধরে থাকে কাশিতে ভোগেন তাহলে তা যক্ষ্মার ইঙ্গিত দেয়।

এছাড়া ২ সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে স্থায়ী কাশির পাশাপাশি শ্বাসকষ্ট বা রাতের ঘামের মতো অন্যান্য লক্ষণও যক্ষ্মার সাধারণ লক্ষণ হতে পারে।

যক্ষার লক্ষণ কী কী? গুরুতর কাশি (২ সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়) পরিবারে টিবির রোগী থাকলে কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠা ক্লান্তি ক্ষুধা কমে যাওয়া ওজন কমে যাওয়া শরীরে ঠান্ডা লাগা জ্বর রাতে ঘাম হওয়া ইত্যাদি।

টিবি কেন হয়? রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে টিবি আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়া নিয়মিত ধূমপান দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগে ভোগা ইত্যাদি।

টিবি'র চিকিৎসা কী?

টিবি'র প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে চিকিৎসকরা ব্যাকটেরিয়ার বংশবিস্তার রোধের জন্য ৬ মাসের ওষুধ দেন। নিয়মিত ফলোআপের পরামর্শ দেওয়া হয়, যাতে রোগী আবার টিবি থেকে সংক্রমিত না হন।

টিবি চিকিৎসার দ্বিতীয় পর্বে ৮-৯ মাসের টিবি ওষুধ দেওয়া হয়, যা শরীরের অভ্যন্তরে সুপ্ত যক্ষ্মাকে মেরে ফেলে।

যদি রোগী ক্যাটাগরি ওয়ান ও টু এর ওষুধ খেয়েও সুস্থ না হন, সেক্ষেত্রে আবার তৃতীয় বা চতুর্থবার টিবিতে আক্রান্ত হতে পারেন। একে বলা হয় এমডিআর টিবি, যার মানে মাল্টিড্রাগ রেজিস্ট্যান্ট টিবি।

পুরুষদের হার্ট অ্যাটাকের সম্ভাবনা কেন বেশি?

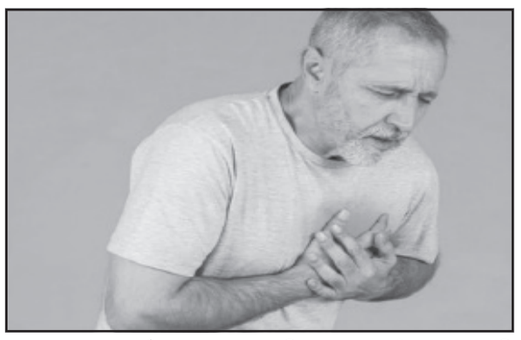

যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকেরা জানিয়েছেন পুরুষের তুলনায় নারীদের দ্বিতীয়বার হার্ট অ্যাটাক কম হয়। ১৪ লাখ মানুষকে নিয়ে করা এই গবেষণা শেষে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বেঁচে যাওয়া নারী রোগীদের হাসপাতাল ছাড়ার এক বছরের মধ্যে মৃত্যুঝুঁকিও তুলনামূলক কম। ২০০৮ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত এত মানুষকে নিয়ে এই গবেষণাটি করা হয়েছে।

সেখানে দেখা গেছে, প্রথম হার্ট অ্যাটাক থেকে সুস্থ হয়ে ১২ মাসের ভেতর প্রতি ১ হাজার নারীর মধ্যে ফলোআপ হার্টঅ্যাটাক হয়েছে ৮৯.২ থেকে ৭২.৩ শতাংশের। সেখানে পুরুষ রোগীদের সংখ্যা ৯৪.২ থেকে ৮১.৩ শতাংশ।

লন্ডন-ভিত্তিক চিকিৎসক সান পিটারস মনে করেন, উন্নত জরুরি চিকিৎসা এই পার্থক্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে। দ্বিতীয়বারের হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধ করা যায়, যদি রোগী ঠিকমতো চিকিতকের নির্দেশনা অনুসরণ করেন।

গবেষণার এই ফলাফল সম্পর্কে তার মন্তব্য, নারী-পুরুষ সবারই যেকোনো সময় হার্ট অ্যাটাক হতে পারে। কাদের কম, কাদের বেশি হয়-সেটি জানতে আরও বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সেটি আরও ভালোভাবে বুঝতে এই গবেষণা সাহায্য করবে।

হার্ট অ্যাটাককে চিকিৎসকেরা মূলত মেডিকোসিস মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বলেন। হার্টে দুটো রক্তনালি থাকে। একটি হলো রাইট (ডান) করোনারি আর্টারি, আরেকটি হলো লেফট (বাম) করোনারি আর্টারি। এই র'ক্তনালিতে যদি কোনো কারণে চর্বি জমে থাকে, একে প্ল্যাক বা ব্লক বলা হয়। সেই ব্লকের ওপর যদি রক্ত জমাট বাঁধে, তখন এটি পুরোপুরি ব্লক হয়ে যায়। ১০০ ভাগ ব্লক হলেই যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ বুকে ব্যথা বা হঠাৎ করে মৃত্যু হওয়া, এ ধরনের যে পরিস্থিতি হয়, তাকে হার্ট অ্যাটাক বলা হয়।

যারা ধূমপান করেন বা উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস রয়েছে বা শুদ্ররীরে কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেশি বা পরিবারে যাদের হার্টের সমস্যা থাকে, তাদের ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের আশঙ্কা বেশি। এ ছাড়া স্থূলতা, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এগুলোর কারণেও দেখা যায় রক্তনালি ব্লকজনিত হার্টের সমস্যা বেশি হয়।

রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে অত্যধিক হারে চুল পড়তে শুরু করে

চুল পড়ার সমস্যা নিয়ে কমবেশি সকলেই নাজেহাল। অত্যধিক মানসিক চাপ, অস্বাস্থ্যকর খাওয়াদাওয়ার অভ্যাস ও দূষণ চুলের বারোটা বাজায়। এইসব কারণেই চুল ঝরতে শুরু করে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেয়ার পাশাপাশি চুলের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর দেয়া প্রয়োজন। চুল পড়ার লক্ষণ অনেক সময়ই কোনো না কোনো রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইঙ্গিত দেয়।

তাই চুল পড়ার সমস্যাকে একেবারেই হালকাভাবে নেয়া উচিত নয়। জেনে নিন, কোন কোন রোগ শরীরে বাসা বাঁধলে অত্যধিক হারে চুল পড়তে শুরু করে। থাইরয়েড শরীরে থাইরয়েড রোগ বাসা বাঁধলে এমনটা হতে পারে। থাইরয়েড হরমোন আয়রন, ক্যালসিয়ামের মতো খনিজ শোষণ করে। এই খনিজগুলি চুলের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। হাইপোথাইরয়েডিজম এবং হাইপারথাইরয়েডিজম- উভয় রোগের ক্ষেত্রেই রোগীর চুল ঝরতে শুরু করে।

অ্যালোপেসিয়া

যখন শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা চুলের ফলিকলগুলি আক্রমণ করে, তাকে বলা হয় অ্যালোপেসিয়া অ্যারেটা। মাথার তালু এবং মুখেই এই রোগের প্রভাব সবচেয়ে বেশি পড়ে। এ রোগে আক্রান্ত হলে মাথার তালুতে গোল গোল চাকতির মতো টাক হয়ে যায়। এমনকি ভ্রুর লোমও ঝরতে শুরু করে। এক্সিমা এবং পোরিওসিস প্রদাহজনিত এই দুই রোগের কারণে চুলকানি, র্যাশ হতে পারে। লাল ছোপ সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, এই দুই রোগের কারণেও চুলের ঘনত্ব কমে যেতে পারে।

পিসিওডি অনেক নারীই পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোমের সমস্যায় ভোগেন। হরমোনের সাম্যতা বজায় না থাকার কারণেই মূলত এই সমস্যা হয়। এই রোগে আক্রান্ত হলে অত্যধিক চুল পড়া এবং চুল রুক্ষ, শুষ্ক, নিষ্প্রাণ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাগুলি দেখা দেয়।

সন্তানের স্বাস্থ্যের জন্য ধন্বন্তরি এই আয়ুর্বেদিক ভেষজ

বসন্তের হাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রোগের জীবাণু। এই সময় আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন সর্দি-কাশির সমস্যা লেগে রয়েছে। তার উপর এই ঋতুতেই সবচেয়ে বেশি বসন্ত রোগ অর্থাতচিকেন পক্সের ঝুঁকি থাকে। অন্যদিকে, অ্যাডিনো ভাইরাসের প্রকোপের কারণে শিশুদের মধ্যে জ্বর, সর্দি-কাশির সমস্যা সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

তবে, এমন নয় যে আপনি বসন্তের রোগের হাত থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন না।

আয়ুর্বেদে এমন অনেক ভেষজ উপাদানের উল্লেখ রয়েছে, যার উপকারিতা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন। এমন একটি প্রাকৃতিক উপাদান হল কালমেঘ। এই আয়ুর্বেদিক উপাদানটি বসন্তে আপনাকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করবে। সাধারণ জ্বর, সর্দির সমস্যা থেকে শুরু করে পেটের সমস্যা এবং আরও অন্যান্য রোগের হাত থেকে মুক্তি দিতে সাহায্য করে কালমেঘ। স্বাদে তেঁতো হলেও কালমেঘের স্বাস্থ্যগুণের জন্যই এর ব্যাপক চাহিদা। কালমেঘ খেলে কী-কী উপকারিতা পাওয়া যায়, চলুন জেনে নেওয়া যাক-

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে- যাঁরা ডায়াবেটিসে ভুগছেন কিংবা প্রি-ডায়াবেটিস পিরিয়ডে রয়েছেন, তাঁদের জন্য ভীষণ উপকারী কালমেঘ। এমনকী টাইপ-১ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রেও কার্যকর প্রভাব ফেলে কালমেঘ। কালমেঘে এমন উপাদান রয়েছে যা শরীরে ইনসুলিনের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করে। লিভার থেকে দূষিত পদার্থ দূরে করে- জীবনধারা এবং খাদ্যাভ্যাসের কারণে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা বাড়ছে। লিভারের চর্বি জমলে এই সমস্যা দেখা দেয়। আবার লিভারে দূষিত পদার্থ জমলে শরীরে নানা জটিলতা দেখা দেয়। কালমেঘ খেলে লিভার সম্পর্কিত সমস্ত সমস্যা দূর হয়ে যায়। কালমেঘ পাতার রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা লিভার সম্পর্কিত যে কোনও সমস্যার ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ওষুধ হিসেবে কাজ করে। হেপাটাইটিস-বি এর ঝুঁকি কমাতে কার্যকর কালমেঘ। মানসিক চাপ দূর করে- বর্তমানের জীবনধারা মানুষের মধ্যে মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলছে। জীবনে স্ট্রেস যে হারে বাড়ছে তাতে উচ্চ রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকিও বাড়ছে। এই অবস্থায় কালমেঘ খেলে আপনি মানসিক চাপ কমাতে পারেন। কালমেঘ পাতার রস স্নায়ুর চাপ কমাতে সাহায্য করে। সর্দি- কাশির সমস্যা দূর করে- আবহাওয়া একটু এদিক থেকে ওদিক হলেই জ্বর, সর্দি-কাশিতে ভোগেন? একটু কিছু হলেই ঠান্ডা লেগে যায়। হতে পারে আপনার কোল্ড অ্যালার্জি রয়েছে। এসব ক্ষেত্রে দারুণ কার্যকর। কালমেঘের পাতার মধ্যে অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল, অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং ইমিউনোমোডুলেটরি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সর্দি-কাশির সমস্যা থেকে রেহাই দিতে সাহায্য করে। গলা ব্যথা, নাক দিয়ে জল পড়ার মতো উপসর্গ থেকে রেহাই দেয়। ত্বক পরিষ্কার রাখে- অনেক সময় রক্তে দূষিত পদার্থ জমলে ত্বকে ব্রণ, ফুসকুড়ি, প্রদাহ, দাগের সমস্যা দেখা দেয়। এই অবস্থায় কালমেঘ খেলে উপকার পেতে পারেন। কালমেঘ শরীর থেকে সমস্ত দূষিত পদার্থ বের করে দেয় এবং আপনাকে নিখুঁত ত্বক প্রদান করে। তাছাড়া এই ভেষজের মধ্যে অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান রয়েছে, যা ত্বকের সমস্যা কমাতে সাহায্য করে।

ঘুম থেকে উঠেই কী কারণে সকালে মাথা যন্ত্রণা করে

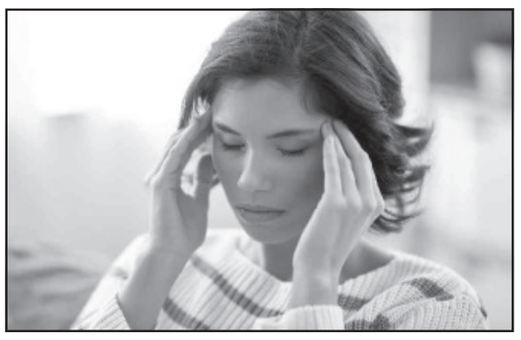

রাতে ভালো ঘুম হলে পরের দিন ভালোই কাটবে এটাই স্বাভাবিক তবে সকালে ওঠার পরে যদি মাথা ভার হয়ে থাকে বা যন্ত্রণা থাকে, তা হলে গোটা দিনটাতেই যেন সেভাবে কাজ করার উতাহ পাওয়া যায় না। অনেকেই এই সমস্যার শিকার। সকালে ঘুম থেকে ওঠার পরেই মাথা যন্ত্রণা বা অস্বস্তি এসব হয়ে থাকে। তবে এর পিছনে রয়েছে কিছু কারণ। দেখে নেওয়া যাক কী কারণে সকালে মাথা যন্ত্রণা করে: ১) স্লিপ অ্যাপনেয়া: স্লিপ অ্যাপনেয়ার ফলে ঘুমের মধ্যেই শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে। এছাড়া গলা শুকিয়ে যাওয়া, নাক ডাকা, ঘুমের মধ্যেই বার বার প্রস্রাব পাওয়া স্লিপ অ্যাপনেয়ার উপসর্গ। স্লিপ অ্যাপনেয়ার ফলে ঘুমেও ব্যাঘাত ঘটে।

২) মাইগ্রেন: মাইগ্রেন অন্যতম কারণ সকালে মাথা যন্ত্রণা হওয়ার। সারা বিশ্বের ১০ শতাংশ মানুষ মাইগ্রেনের শিকার। মাইগ্রেনের ফলে দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়। এছাড়া ক্লান্তি থাকে। বিশেষ করে সকালেই মাইগ্রেনের ব্যথা হয়।

৩)ওভার মেডিকেশন: যাদের এমনিতেই মাথা যন্ত্রণার সমস্যা রয়েছে তারা যদি প্রায়ই মাথা যন্ত্রণা থেকে মুক্তির ওষুধ খায় তাহলেও এই উপসর্গ দেখা যায়।

৪) হ্যাংওভার: ঘুমোতে যাওয়ার আগেই মদ্যপান করে থাকলে, পরের দিন সকালে মাথা যন্ত্রণা হয়ে থাকে। সঙ্গে সারা রাত জল পিপাসা পাওয়া,ক্লান্তি,দ্রুত হৃদস্পন্দন হওয়া এসব সমস্যা হতে পারে।

৫) ব্রেন টিউমর: প্রতি বছর ১ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৫ জনের ব্রেন টিউমর ধরা পড়ে।আর সকালে মাথা ব্যাথাও টিউমারের উপসর্গ। সেই সাথে বমি, ব্যক্তিত্বে বদল, অবসাদ, কথা জড়িয়ে যাওয়া, চোখের পাশ ফুলে ওঠা, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ার মত সমস্যা দেখা দেয়।

স্ট্রোকের রোগীকে বাঁচাতে যে ৬টি লক্ষণ জানতে হবে

স্ট্রোকে আক্রান্তের সংখ্যা বিশ্বজুড়েই বেড়েছে। অসংক্রামক রোগের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো স্ট্রোক। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) তথ্যানুসারে, বিশ্বে দ্বিতীয় প্রধান মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্কের এ রোগ।

প্রতিবছর প্রায় এক কোটি ৩৭ লাখেরও বেশি মানুষ স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে থাকেন এবং তাদের মধ্যে ৬০ শতাংশই মৃত্যুবরণ করেন। বেঁচে থাকা রোগীরা দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যে ভোগেন।

দেশেও স্ট্রোকে আক্রান্তের হার বাড়ছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণা অনুসারে, দেশে বছরে প্রতি হাজারে ১১ দশমিক ৪ জন স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। সে হিসাবে ১৬ কোটি জনসংখ্যা ধরলে প্রতি বছর স্ট্রোকে আক্রান্ত হন ১৮ লাখ ২৪ হাজারের বেশি মানুষ। তবে স্ট্রোক হওয়ার আগে মস্তিষ্কের কার্যকলাপ বাঁধাগ্রস্থ হয়। ফলে বিভিন্ন লক্ষণ প্রকাশ পায়। যা তাতণিকভাবে টের পেলে রোগীকে বাঁচানো সম্ভব। অন্যথায় রোগীর মৃত্যুও হতে পারে।

স্ট্রোক হওয়ার সময় থেকে শুরু করে হাসপাতালে নেওয়া কিংবা প্রয়োজনীয় ওষুধ বা অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করা পর্যন্ত অনেক সময় লেগে যায়। এ কারণে স্ট্রোকের আগে মারাত্মক ৬ লক্ষণ প্রকাশ পায়। যা সবারই জানা জরুরি। এই লক্ষণগুলোকে সংক্ষেপে বলা হয়। বি' তে ব্যালেন্স বা ভারসাম্য- স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তি প্রায়ই ভারসাম্য হারানো, মাথা ঘোরা বা মাথা ভারী হওয়ার মতো সমস্যার সম্মুখীন হয়। স্ট্রোক হওয়ার আগে আক্রান্তরা কিছু ধরে রাখতে বা বসে থাকতে পারেন না। ই'তে আই প্রবলেম বা চোখের সমস্যা- আক্রান্তদের দৃষ্টি কমে যেতে পারে। তখন অনেকেই মনে করেন রোদে হাঁটা বা দিনে পর্যাপ্ত জল না খাওয়াই এমনটি হচ্ছে। আসলে সেটি হতে পারে স্ট্রোকের আগাম লক্ষণ।

এফ'তে ফেসিয়াল ড্রপিং বা মুখ ঝুলে পড়া- স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তির মুখের অর্ধেক (বিশেষ করে মুখের এক পাশের নীচের অর্ধেক) নিচু বা ঝুলে যাওয়ার মতো দেখাবে। কথা বলতে গেলে মনে হবে মুখের একপাশ অসাড় হয়ে পড়েছে।

এ'তে আর্ম উইকনেস বা বাহু দুর্বলতা- একজন স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তি যদিও সমস্যাটিকে এড়িয়ে যান। যতক্ষণ না পর্যন্ত তিনি বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছেন কিংবা কোনো কিছু ধরতে অসুবিধা হচ্ছে, ততক্ষণ অনেকেই টের পান না। এস'তে স্পিচ বা কথা বলতে সমস্যা- স্ট্রোকে আক্রান্ত ব্যক্তির (বিশেষত যদি স্ট্রোকটি মস্তিষ্কের বাম দিকে হয়) হঠাৎ কথা বলতে কষ্ট হয়। স্ট্রোকের লক্ষণ হিসেবে এটিই সর্বপ্রথম প্রকাশ পায়। টি'তে টাইম বা সময়- স্ট্রোকের চিকিৎসায় বেশি সময় পাওয়া যায় না। এ কারণে সময়মতো রোগী চিকিৎসা না পেলে মৃত্যুবরণও করতে পারে রোগী। এ কারণেই বলা হয় "টাইম ইজ ব্রেইন"। ব্রেইন স্ট্রোক একজন ব্যক্তির জীবনে হঠাৎ করেই পরিবর্তন আনে। বাড়িতে স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগীর যত্ন নেওয়া যে কোনো পরিবারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে একটি। শত শত স্ট্রোকের রোগীর উপর করা গবেষণায় দেখা গেছে, যেসব পরিবারে একজন কর্মক্ষম ব্যক্তির স্ট্রোক হয় ও তিনি পরবর্তীতে অসাড় হয়ে পড়েন, সে পরিবার অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল হয়ে পড়ে। বিশ্বে এমন অনেক পরিবার আছে। তবে ব্রেইন স্ট্রোক হওয়ার আগেই এর লক্ষণ দেখে দ্রুত নিউরোসায়েন্স বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিলে অনেক ক্ষেত্রেই তা নিরাময়যোগ্য। এ কারণেই জানা জরুরি। এটি হলো স্ট্রোক শনাক্তের প্রাথমিক জ্ঞান। স্ট্রোক যে কারও যে কোনো জায়গায় ঘটতে পারে। তাই এ ৬ লক্ষণগুলো জানা থাকলে আপনিও আশেপাশের অনেক মানুষের জীবন বাঁচাতে পারবেন।

একমাস চিনি না খেলে শরীরে যে পরিবর্তন ঘটে

প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় কমবেশি চিনিযুক্ত খাবার সবাই খান। তবে স্বাস্থ্য সচেতনরা অবশ্য মিষ্টি খাবার দেখলেই ভয় পান! কারণ শরীরের জন্য চিনিযুক্ত বা মিষ্টি খাবার মোটেও ভালো নয়। এ বিষয় কমবেশি সবারই জানা।

ওজন কমানো থেকে শুরু করে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে খাদ্যতালিকা থেকে চিনি বাদ দেওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা।

আসলে চিনি রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার পাশাপাশি শারীরিক বিভিন্ন ব্যাধির কারণ হয়ে দাড়ায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, শরীর সুস্থ রাখতে খুব সীমিত পরিমাণে চিনি ব্যবহার করতে হবে। হেলথলাইনে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুসারে, অতিরিক্ত চিনি খেলে ফ্যাটি লিভার, টাইপ ২ ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

আর যদি আপনি চিনি খাওয়া পুরোপুরি বাদ দিয়ে দেন, তাহলে আপনার শরীর কিন্তু ধন্যবাদ জানায়। চলুন জেনে নেওয়া যাক একটানা ৩০ দিন অর্থাতএকমাস চিনি না খেলে শরীরে ঠিক কী কী ধরনের পরিবর্তন ঘটে।

ব্লাড সুগার

চিনি-সমৃদ্ধ খাবার খেলে এমনিতেই রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় ও টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়ে। মিষ্টি জাতীয় জিনিস যেমন- ক্যান্ডি, অ্যানার্জি ড্রিংক দ্রুত রক্তে সুগারের মাত্রা বাড়ায়।

এ কারণে রক্তে শর্করার মাত্রা কমাতে ও ইনসুলিনের মাত্রা বজায় রাখতে অবশ্যই চিনিযুক্ত খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। যদি আপনি ৩০ দিন চিনি একদমই না খান তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আসবে খুব দ্রুত।

ওজন

বর্তমানে তরুণদের মধ্যে স্থূলতার সমস্যা দেখা দিতে শুরু করেছে। চিনি দিয়ে তৈরি খাবারের বিভিন্ন লোভনীয় পদ খেতে অভ্যস্ত এখনকার তরুণরা। তবে এসব খাবার শরীরের জন্য যে কতটা ক্ষতিকর তা হয়তো অনেকেরই জানা নেই।

আর দৈনিক এসব খাবার খাওয়ার কারণে মুটিয়ে যাচ্ছেন সবাই। চিনি থেকে তৈরি খাবার ও পানীয়েও ক্যালোরির পরিমাণ অনেক বেশি থাকে। ফাইবার, প্রোটিনের মতো পুষ্টিগুণ এগুলোর মধ্যে খুবই কম। উচ্চ চিনিযুক্ত খাবারের সঙ্গে ওজন বেড়ে যাওয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে। অত্যধিক চিনি খেলে শরীরে অতিরিক্ত চর্বি তৈরি হয়, যা শরীরের বিভিন্ন অংশের চারপাশে জমা হয়। চিনি থেকে দূরত্ব বজায় রাখার মাধ্যমে আপনি খুব সহজেই ওজন কমাতে পারবেন।

মুখের স্বাস্থ্য চিনি দিয়ে তৈরি পণ্য আমাদের দাঁতের জন্য খুবই ক্ষতিকর। চিনি মেশানো পানীয় ও খাবার মুখগহ্বর ও মাড়ির বিভিন্ন রোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়েরই মুখের স্বাস্থ্য খারাপ করে চিনি। আপনি যদি ৩০ দিন চিনি থেকে দূরে থাকতে পারেন তাহলে দেখবেন দাঁতের স্বাস্থ্যও ভালো থাকবে।

লিভারের স্বাস্থ্য

অতিরিক্ত মিষ্টিজাতীয় খাবার, বিশেষ করে উচ্চ ফ্রুক্টোজ খাদ্য, নন-অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে একটানা ৩০ দিন ''নো সুগার চ্যালেঞ্জ'' গ্রহণ করেই দেখুন ফলাফল, চমকে উঠবেন আপনি!

হার্টের স্বাস্থ্য হার্ট আমাদের শরীরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। তবে অতিরিক্ত চিনিসমৃদ্ধ খাবার হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। এর পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ ও খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রাও বাড়ায়। একমাসের জন্য চিনি খাওয়া বন্ধ করলে তা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি শরীরের খারাপ কোলেস্টেরল কমাতেও সাহায্য করে।

সোমবার রাজ্যজুড়ে তুলসী পূজা আয়োজিত হয়।

প্রয়াত প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা মাতাজি, সম্পন্ন শেষকৃত্য

বারাকপুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : অমৃতলোকে যাত্রা করলেন শ্রী সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা মাতাজি।

মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। রবিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা মাতাজি প্রয়াণে ভক্তদের মধ্যে নেমেছে শোকের ছায়া। সোমবার সকাল সাতটা থেকে তাঁর নশ্বর দেহ সারদা মঠের স্কুল ভবনে শায়িত। ভক্তরা সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। শ্রী সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ সারদা মিশনের সূত্রে জানা গেছে, বুকে যন্ত্রণা ও শ্বাসকষ্ট নিয়ে গত ২২ অক্টোবর থেকে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। ২০ ডিসেম্বর শারীরিক অবস্থার আরও অবনতি হয়। ভেন্টিলেশনে রাখা হয় তাঁকে। ডায়ালিসিসও করা হচ্ছিল অমলপ্রাণা মাতাজির। রবিবার সকালে দক্ষিণেশ্বরের প্রধান কার্যালয়ে আসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। সেই অনুযায়ী ভেন্টিলেশন সাপোর্টেই সেখানে আনা হয় তাঁকে। এর পর সন্ধ্যায় জীবনাবসান।

১৯৩১ সালে মহীশূরে জন্ম। সেখানেই বেড়ে ওঠা। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর। জ্যোতিশ্বরানন্দের কাছে দীক্ষা নেন অমলপ্রাণা মাতাজি। ১৯৫৭ সালে তিনি সারদা মঠে যোগ দেন। তার ঠিক আট বছর পর ১৯৬৫ সালে সন্ন্যাস নেন। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সারদা মঠে অধ্যক্ষা হন।

১৯৭৪-১৯৯৯ সাল পর্যন্ত বিদ্যাভবনের সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৩ সালে সারদা মঠের পরিচালন সমিতির সদস্য হন। ১৯৯৪ সালের মে মাসে সংঘের সহ সম্পাদক নিযুক্ত হন অমলপ্রাণা মাতাজি। ১৯৯৯ সালে সারদা মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে সাধারণ সম্পাদক হন। তাঁর মৃত্যুতে নেমেছে শোকের ছায়া।

এবার এসএসকেএম-এর উডবার্ন ওয়ার্ডে নিখরচায় পরিষেবা পাবেন সরকারি কর্মীরা

কলকাতা, ২৫ (হি. স.) : ডিএ বৃদ্ধির পর খুশির খবর রাজ্যের সরকারি কর্মীদের জন্য। এবার মাল্টি সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল এসএসকেএমের হাইপ্রোফাইল উডবার্ন ওয়ার্ডে বিনা খরচে চিকিৎসা করাতে পারবেন পরিষেবার জন্য মোট অঙ্কের টাকা খরচ করতে হয়। কিন্তু, এবার সরকারি কর্মীরা সেখানে বিনা খরচায় চিকিৎসা করাতে পারবেন রাজ্যের সরকারি কর্মীরা। তবে সে ক্ষেত্রে ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ স্কিমের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। জানা যাচ্ছে, আগামী জানুয়ারি থেকে এই পরিষেবা চালু হতে পারে। এর ফলে প্রায় ৪ লক্ষ সরকারি কর্মচারী উপকৃত হবেন বলে খবর। রাজ্যের একমাত্র মাল্টি সুপারস্পেশ্যালিটি হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে সরকারি কর্মীদের চিকিৎসা করার ইচ্ছে থাকলেও অর্থের কারণে তা অনেকেই করতে পারেন না। এবার সরকারি কর্মচারীরা সেই সুযোগ পাবেন। এ বিষয়ে আগেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। জানা গিয়েছে, সম্প্রতি এসএসকেএমের মেডিক্যাল সুপার ডাক্তার পীযূষ রায় অর্থ দফতরের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছেন। তার পরেই কবে থেকে এই পরিষেবা শুরু হবে সেবিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, জানুয়ারি প্রথম সপ্তাহ থেকে এই পরিষেবা চালু করা হবে। পাশাপাশি উডবার্ন ছাড়াও যে ভবন নির্মাণ হচ্ছে সেখানে ১৫০ টি কেবিন চালু করা হবে। সেই কেবিনে ভর্তির সুযোগ পাবেন সরকারি কর্মচারীরা। কার্ডিওলজি, কার্ডিওথোরাসিক সার্জারি, মেডিসিন, নিউ মেডিসিন সহ বিভিন্ন চিকিৎসার সুযোগ পাবেন সরকারি কর্মচারীরা।

উল্লেখ্য, রাজ্যের একমাত্র মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হল এসএসকেএম। এই হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে রয়েছে ৩৫ টি শয্যা। এই ওয়ার্ডে ভর্তি থাকা রোগীদের বাইরে যেতে হয় না। সেখানেই রয়েছে ইসিজি, এমআরআই, সিটি স্ক্যান, ইকো কার্ডিওগ্রাফির ব্যবস্থা। একেবারে ফাইভ স্টার নার্সিংহোমের মতোই পরিষেবা পাওয়া যায় এই ব্লকে। ফলে এই ওয়ার্ডে চিকিৎসা যথেষ্ট ব্যয় সাপেক্ষ। এই ওয়ার্ডের ৩৫টি কেবিনের মধ্যে ১২ টি কেবিনের দৈনিক ভাড়া ৪০০০ টাকা করে, ১০টি কেবিনের দৈনিক ভাড়া ২,৫০০ টাকা করে এবং ৬টি ডাবল বেড কেবিনের দৈনিক ভাড়া ২০০০ টাকা করে।

দরিদ্র, যুবক, মহিলা, কৃষক- আমার কাছে এই চারটি বড় জাতি : প্রধানমন্ত্রী

ইন্দোর, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : দরিদ্র, যুবক, মহিলা, কৃষক - আমার কাছে এই চারটি বড় জাতি, সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই মন্তব্য করেন। সোমবার দিল্লি থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ইন্দোরে (মধ্যপ্রদেশ)শ্রমিকদের উদ্দেশ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে তিনি একথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সোমবার জানান, তাঁর কাছে চারটি জাতি দেশের সবচেয়ে বড় - দরিদ্র, যুবক, মহিলা এবং কৃষক। তিনি বলেন, দরিদ্রদের সেবা, শ্রমিকদের সম্মান এবং বঞ্চিতদের সম্মান আমাদের অগ্রাধিকার। দেশের শ্রমিকরা যাতে ক্ষমতাবান হয়ে একটি সমৃদ্ধ ভারত গড়তে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রচেষ্টা। প্রধানমন্ত্রী এদিন ইন্দোরের হুকুমচাঁদ মিলের শ্রমিকদের উন্নয়নে প্রায় ২২৪ কোটি টাকার চেক হুকুমচাঁদ মিলের শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধানের হাতে তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি ইন্দোরের প্রশংসা করে বলেন, ইন্দোর তার পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাদের জন্য বিখ্যাত। এখানকার বস্ত্র শিল্প ইন্দোরের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, মধ্যপ্রদেশ সরকার দরিদ্রদের জীবন পরিবর্তনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। দরিদ্রদের সেবা, শ্রমিকদের সম্মান এবং সুবিধা থেকে বঞ্চিতদের সম্মান আমাদের প্রথম অগ্রাধিকার। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ডাবল ইঞ্জিন সরকারের নতুন সদস্যরা আমাদের শ্রমিক পরিবারের পূর্ণ ভালোবাসা ও আশীর্বাদ পাবে। অনুষ্ঠানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে শ্রমিকদের উন্নতির জন্য অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর আদর্শ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে ইন্দোরের হুকুমচাঁদ মিলের শ্রমিকরা তাদের অধিকার পেয়েছে। এটি মধ্যপ্রদেশ সরকারের একটি ঐতিহাসিক উদ্যোগ। ইন্দোরে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত "শ্রমিকদের কল্যাণে নিবেদিত" কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে সোমবার মোহন যাদব বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

গৃহবধূকে গায়ে আগুন লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগে উত্তেজনা শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : শিলিগুড়িতে গৃহবধূকে গায়ে আগুন লাগিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল স্বামী ও দেওরের বিরুদ্ধে। এনিয়ে সোমবার উত্তেজনা ছড়ায় জেলা হাসপাতালে।

পরিবার সূত্রে খবর, গৃহবধূর বাবার বাড়ি মাটিগাড়ার নিউকলোনিতে। শ্বশুরবাড়ি শিলিগুড়ির আশিঘর এলাকায়। বিয়ের পর থেকে তাঁর ওপর শ্বশুরবাড়ির লোকজন মানসিক অত্যাচার করত বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে গৃহবধূর স্বামী ও দেওর তাঁর গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামী ও দেওরকে গ্রেফতার করে। তাদের মেডিকেল টেস্ট করাতে এলে জেলা হাসপাতালে উত্তেজনা ছড়ায়। গৃহবধূর বাড়ির লোকজনের ক্ষোভের মুখে পড়ে তারা। যদিও পুলিশ পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

সোমবার অভয়নগর বাজারে কির্তনের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার।

বড়দিনের মাঝরাতে কলকাতায় আসছেন অমিত শাহ

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : দলীয় কাজে ফের শহরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। সোমবার বড়দিনের মাঝরাতে কলকাতায় পৌঁছছেন তিনি। মঙ্গলবার রাতে তাঁর দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা।

রাজ্য বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার রাত পৌনে বারোটায় দমদম বিমানবন্দরে নামছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। রাত কাটাবেন নিউ টাউনের একটি হোটেলে। মঙ্গলবারের কর্মসূচি নিয়ে কোনও কিছু জানানো হয়নি এদিন। যদিও সূত্রের খবর, মঙ্গলবার উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতায় একাধিক কর্মসূচি রয়েছে শাহর। এর মধ্যে দলের রাজ্য ও জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে এবং রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সদস্যদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক করার কথা। উত্তর কলকাতার একটি গুরুদ্বার ও কালীঘাটের মন্দিরে যাওয়ার সূচিও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রয়েছে।

রাজ্য বিজেপি সূত্রে খবর, কলকাতায় পৌঁছে বিমানবন্দর থেকে নিউ টাউনের হোটেলে চলে যাবেন শাহ। সেখানে রাজ্য বিজেপির সর্বোচ্চ পদাধিকারী কয়েকজনের সঙ্গে সংক্ষিপ্ত বৈঠক করবেন তিনি। মঙ্গলবার সকালে যাবেন বড়বাজারের গুরুদ্বার শিখ সঙ্গতে। সেখান থেকে কালীঘাট মন্দিরে গিয়ে পুজো দেবেন। এর পরে হোটলে ফিরে বৈঠক করবেন রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে। বিকেল ৩টেয় জাতীয় গ্রন্থাগারে দলের জেলাস্তরের নেতাদের নিয়ে একটি বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে অমিত শাহর। এর পরে হোটেলে ফিরে আরও একটি বৈঠক করার কথা রাজ্য বিজেপির কোর কমিটির সঙ্গে। এই বৈঠকে রাজনৈতিক নেতাদের বাইরে অন্যান্য সংগঠনের দু'য়েকজন শীর্ষ পদাধিকারী থাকতে পারেন বলে রাজ্য বিজেপির একটি সূতর দাবি। সন্ধ্যা সওয়া ৬টা নাগাদ দিল্লি ফিরে যাওয়ার কথা শাহর।

মানিকচকে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা, বোমাবাজিতে জখম ৭

মানিকচক, ২৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : মালদার মানিকচকের গোপালপুরে দুই ভাইয়ের মধ্যে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ব্যাপক বোমাবাজিতে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। সোমবার সাতসকালে বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে জালালপুর এলাকা। বোমাবাজিতে একজন নাবালক ও দুই মহিলা সহ ৭ জন জখম হয়েছেন। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত চারজনকে আটক করেছে পুলিশ। এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী।

জানা গিয়েছে, নিকাশির দেড় কাঠা জমি নিয়ে আসগার আলি ও মুসলিম আলির বিবাদ দীর্ঘদিনের। এনিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও হয়েছে বেশ কয়েকবার।

এর আগেও উভয় পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। মাঝে কিছুদিন বিষয়টি থিতু হলেও ফের বিবাদ শুরু হয়। অভিযোগ, রবিবার রাতে আসগারের পরিবারের কয়েকজনকে ব্যাপক মারধর করে মুসলিমের পরিবারের লোকজন। রাতেই মুসলিম ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আসগার আলি। ঘটনায় গতকাল রাত থেকে এলাকা উত্তপ্ত ছিল। এদিন সকালে ফের বচসা শুরু হয়। এরপরই বোমাবাজি করা হয়। ঘটনায় জখমদের প্রথমে মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। পরবর্তীতে তাঁদের অবস্থার অবনতি হলে মালদা মেডিকেলে রেফার করা হয়। এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তিনজন মহিলা সহ চারজনকে আটক করেছে মানিকচক থানার পুলিশ।

ফিরে দেখা ২০২৩ : যুদ্ধ থেকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় বিশ্বে ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : শেষ হতে চলল আরও একটি বছর। ২০২৩ এর শেষ হেতে আর মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। ২০২০ এর বিশ্বে শুরু হওয়া অস্ত্রবিহীন যুদ্ধ করোনা ২০২২ এর দিকে এসে কমলেও ২০২৩-এ লাগা অস্ত্রযুদ্ধের আগুন পুড়ছে পৃথিবী। যে আগুন ২০২৩ শেষ হতে চলেও নেভেনি। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্বজুড়ে মানুষের চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে ইজরায়েল-হামাস সংঘাত। সেই সঙ্গে লেগেই আছে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত। চলতি বছর যেমন প্রকৃতির রোষের মুখে পড়তে হয়েছে বিশ্বকে, তেমনই ক্ষমতা ও দম্ভের মোহে মানুষের উপর হামলা চালিয়েছে মানুষ-ই। বারবার বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে বিষবাষ্প। ২০২৩ সালে সব থেকে বড় চমক এসেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির তরফ থেকে। সেই চমকের নাম কৃত্রিম মেধা বা এআই। সব মিলিয়ে ২০২৩ বিশ্বে ঘটে যাওয়া যত ঘটনার ঘনঘটা।

দেখে নেওয়া যাক কেমন ছিল ২০২৩

রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ: ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২। বাঁধ ভাঙা জলের মতো ইউক্রেনে ঢুকে পড়ে রাশিয়ার ফৌজ। ওঠে গেল গেল রব। তবে বুকে বল নিয় যুদ্ধের ময়দানে দাঁড়ান ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। আমেরিকা ও ন্যাটো দেশগুলোর মদতে পালটা মার দিতে শুরু করে প্রাক্তন সোভিয়েত দেশটি। সেই প্রায় দুবছর হতে চললেও এখনও চলছে লড়াই। এক ইঞ্চি জমি ছাড়তেও রাজি নয় কোনও পক্ষ। রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সাফ বলে দিয়েছেন, উদ্দেশ্যপূরণ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

ইজরায়েল-হামাস সংঘাত: ৭ অক্টোবর। ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালায় প্যালেস্তিনীয় সশস্ত্র সংগঠন হামাস। প্রাণ হারান অন্তত দেড় হাজার মানুষ। ২৫০ জনকে অপহরণ করে গাজা ভূখণ্ডে নিয়ে যায় হামাস। তারপরই অপারেশন 'আয়রন সোর্ড' শুরু করে ইজরায়েলি ডিফেন্স ফোর্সেস বা ইজরায়েলের সেনা। বোমার আঘাতে কার্যত মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছে গাজা। এপর্যন্ত নিহত কমপক্ষে ২০ হাজার প্যালেস্তিনীয়। নিহত শতাধিক ইজরায়েলি সেনাও। বেনজির মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে গাজা ভূখণ্ড। রাষ্ট্রসংঘ-সহ আন্তর্জাতিক মহলে তুমুল সমালোচনার মুখেও সামরিক অভিযান অব্যাহত রেখেছে তেল আভিভ।

গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত সুদান: ভয়াবহ গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত সুদান। এপ্রিল থেকে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছে দেশটির সেনাবাহিনী ও আধাসেনা। দেশটির সশস্ত্র বাহিনীরই দুই জেনারেল-আবদেল আল ফতা আল বুরহান ও জেনারেল মহম্মদ হামদান দাগালো একে অপরের রক্তপিপাসু। প্রথম জন সুদানের সেনাপ্রধান এবং ২০১৯ থেকে দেশের সর্বোচ্চ শাসনব্যবস্থার জন্য ভারপ্রাপ্ত কাউন্সিলের প্রধান। দ্বিতীয় জন দেশের আধাসামরিক বাহিনী 'র‍্যাপিড সাপোর্ট ফোর্স' (আরএসএফ)-এর প্রধান তথা কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য। দুজন জেনারেলের বিরুদ্ধেই মানবাধিকার ভঙ্গ, লুটতরাজ, নৃশংসতা ও ধর্ষণে মদতের অভিযোগ রয়েছে। সেই লড়াই এখনও চলছে। প্রাণ হারিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ।

ইয়েমেন-সৌদি গৃহযুদ্ধ : 'আরব বসন্তের' প্রভাবে ইয়েমেনের দীর্ঘ সময়ের প্রেসিডেন্ট আলি আবদুল্লাহ সালেহর পতন হয় ২০১১ সালে। কিন্তু তাতেও ইয়েমেনবাসীর ভাগ্যে সুফল মেলেনি। ২০১৪ সালে ইরানের মদতে জন্ম নেয় হুতি বিদ্রোহীরা। এতে ইরান-সৌদি সম্পর্ক আরও জটিল হয়ে ওঠে। হুতি ও ইরান যেহেতু শিয়া মতাবলম্বী, সৌদি তাই প্রতিবেশী আরব সুন্নি দেশগুলোকে নিয়ে হুতিবিরোধী সামরিক জোট গড়ে তোলে।এরপর থেকে ইয়েমেনে সৌদি নেতৃত্বাধীন সামরিক জোট প্রায়ই হামলা চালাতে শুরু করে। প্রতিশোধ নিতে হুতিরাও পাল্টা আক্রমণ চালায় সৌদিতে। রাষ্ট্রঘের মধ্যস্থতায় শান্তি প্রস্তাব গৃহীত হলেও তা নড়বড়ে। নতুন করে যেকোনও সময় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে। আর তাতে ইন্ধন দিতে পারে শান্তির খোলসের নিচে চলমান ছোট ছোট হামলা—পাল্টা হামলা।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধের যুগপূর্তি: দীর্ঘ ১২ বছর ধরে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিরিয়ার বাশার আল আসাদ সরকার। 'আরব বসন্তের' প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ২০১১ সালে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদকে পদত্যাগের দাবি জানায় গণতন্ত্রপন্থীরা। সুন্নিপ্রধান সিরিয়ায় শিয়া মতাবলম্বী প্রেসিডেন্টকে সরাতে গিয়ে আন্দোলনকারীরা ধর্মীয় ও গোষ্ঠীগত সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে আরব লিগ থেকে সিরিয়াকে বহিষ্কার করা হয়। এ বছর অবশ্য আরব লিগের সদস্যপদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে সিরিয়াকে। কিন্তু কোনো কিছুতেই সংঘাত থামছে না। দেশটিতে গৃহযুদ্ধে এখন পর্যন্ত ৫ লাখ মানুষ নিহত হয়েছে এবং মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। প্রায় ১ যুগ ধরে চলা এই সংঘাতেরও কোনো রাজনৈতিক সমাধান মেলেনি আজও। ইরান এখনো সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে বাশার আল আসাদ সরকারকে।

ইরাক পরিস্থিতি: ২০০৩ সালে ইরাকে অভিযান চালিয়ে সাদ্দাম সরকারকে উৎখাত করে আমেরিকা। তখন থেকেই সেখানে সামরিক ঘাঁটি করে রয়েছে মার্কিন সেনারা। সেসব সেনাঘাঁটি লক্ষ্য করে প্রায়ই হামলা চালায় ইরান সমর্থিত ইরাকের কাতায়েব হিজবুল্লাহ মিলিশিয়া ও অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠী। গত দেড় মাসে অন্তত ১২বার হামলার শিকার হয়েছে ইরাক। গত ১ ডিসেম্বর ইরাকের পূর্ব দিয়ালা প্রদেশে রাস্তার ধারে বোমা বিস্ফোরণ ও বন্দুকধারীর হামলায় অন্তত ১০ জন নিহত ও ১৪ জন আহত হয়েছে। ইরাকে এখন আড়াই হাজার মার্কিন সেনা রয়েছে। শিগগিরই আরও ৯০০ সেনা মোতায়েন করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে ওয়াশিংটন। সুতরাং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে কোনও না কোনভাবে সংঘাত লেগেই আছে। সংঘাত জারি আছে এশিয়া—ইউরোপের কয়েকটি দেশেও। কিন্তু সেসব সংঘাত ছাপিয়ে সকল আলোচনার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে ইসরায়েল—হামাস যুদ্ধ।

তুরস্ক ও সিরিয়ায় ভূমিকম্প: ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে তুরস্ক ও সিরিয়া। ৭.৮ রিখটার স্কেলে কম্পনের জেরে তাসের ঘরের মতো ভেঙে বাড়িঘর। প্রাণ হারান প্রায় ৬০ হাজার মানুষ। এহেন বিপর্যয়ের পর সমালোচনার মুখে পড়েন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তায়েপ এর্দোগান। তাঁর আমলেই লাফিয়ে বেড়েছে বেআইনি নির্মাণের সংখ্যা বলে অভিযোগ। সেই কারণেই এত প্রাণহানি। এবছরই সেপ্টেম্বরে মাটির নিচে প্লেটের ঠোকাঠুকিতে মরক্কোয় জেগে উঠে কম্পন-দৈত্য। প্রাণ হারান অন্তত ৩ হাজার মানুষ।

ব্রিটেনে তৃতীয় চার্লসের রাজ্যাভিষেক: ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২। মৃত্যু হয় ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের। তাঁর মৃত্যুর পরেই উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা হন তৃতীয় চার্লস। তবে রাজপাট দখলের আনুষ্ঠানিকতাটুকু বাকি ছিল। অবশেষে প্রায় আট মাস পরে ৬ মে ব্রিটেন ও ১৪টি কমনওয়েলথভুক্ত দেশের রাজা হিসাবে অভিষেক হয় তৃতীয় চার্লসের। ৭৪ বছর বয়সি তৃতীয় চার্লসই ব্রিটেনের রাজপরিবারের ইতিহাসে প্রবীণতম হিসাবে অভিষিক্ত হন।

দাবদাহ: বিশ্বের গড় তাপমাত্রা প্রতি বছর 'অভূতপূর্ব' হারে বাড়ছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা। বিদায়ী ২০২৩ সালে দাবদাহ নানা দেশে মানুষসহ প্রণীকূলকে ভুগিয়েছে। দাবদাহের সময় দাবানলে প্রাণহানী ও বাস্তুচ্যুতির ঘটনা ঘটেছে।

২০২৩ এর জুলাই মাসজুড়ে বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলে তীব্র তাপপ্রবাহ বইতে থাকে। এতে ভেঙে যায় তাপমাত্রাবিষয়ক বিভিন্ন রেকর্ড। দেশে দেশে অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে অস্বস্তিতে পড়ে কোটি কোটি মানুষ। দেখা দেয় দাবানল। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রাকৃতিক ইভেন্ট এল নিনোর কারণে এমনটা হয় বলে মনে করা হচ্ছে। ১৭ জুলাই পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বে সর্বোচ্চ রেকর্ড তাপমাত্রা হয় ৫৬ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ক্যালিফোর্নিয়ার ডেথ ভ্যালিতে ১৯১৩ সালে রেকর্ড করা হয়। আফ্রিকায় সর্বাধিক রেকর্ড করা তাপমাত্রা হলো ৫৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ১৯৩১ সালে তিউনিসিয়ার কেবিলিতে রেকর্ড করা হয়েছিল। ইতিহাসে এশিয়ায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় ৫৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা ২০১৭ সালে ইরানে রেকর্ড করা হয়।

২০২১ সালে ইতালির সিসিলিতে ইউরোপের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল ৪৮ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অন্যদিকে ২০২৩ সালে মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানে নিজেদের ইতিহাসের সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড দেখে চীনবাসী। বছরের শুরুর দিকে তীব্র ঠান্ডায় কাঁপছিল দেশটির কিছু এলাকা। এক পর্যায়ে হিমাঙ্কের নিচে (মাইনাস) ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড তৈরি হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই সর্বোচ্চ তাপমাত্রার নতুন রেকর্ড দেখে চিন। শেষ পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠে যায় রেকর্ড ৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

টাইটান দুর্ঘটনা: পাঁচ পাঁচজন অভিযাত্রীকে নিয়ে ১১১ বছর আগে ডুবে যাওয়া বিলাশবহুল জাহাজ "আরএমএস টাইটানিক"-এর ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাচ্ছিলেন ডুবযান টাইটেন। কিন্তু সমুদ্রের গভীরে "সর্বনাশা বিস্ফোরণ"-ই কাল হল। চিরতরে সাগরের অতলে হারিয়ে গেল ওই ডুবোজাহাজ। মার্কিন বেসরকারি সংস্থা "ওশেনগেট এক্সপিডিশন"-র পর্যটন সাবমেরিন ছিল "টাইটান"। চার চারদিন নিখোঁজ থাকার পর ডুবোজাহাজটির ধ্বংসাবশেষ চিহ্নিত করে আমেরিকান কোস্ট গার্ডের রোবট ডুবুরি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর "টাইটান"-র কোনও অভিযাত্রীই বেঁচে নেই বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটনের সংস্থা "ওশেনগেট"।

কৃত্রিম মেধা বা এআই : বলা হচ্ছে, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিত্রশিল্পী বা সাংবাদিকের কাজ এবার একাই করে দেবে কৃত্রিম মেধা বা এআই। মানুষ হারাবে জীবিকা। তারপাশেই রয়েছে প্রতারণা। মানুষের তৈরি এই কৃত্রিম মেধাকে যে খুব সহজেই 'খারাপ' কাজে ব্যবহার করা সম্ভব, তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রযুক্তির উন্নতিকে বোধহয় সব থেকে সাবলীল ভাবে ব্যবহার করছে মানুষ প্রতারণার কাজে।এআই - জেনারেটেড ডিপফেকস এতবেশি বিশ্বাসযোগ্য যে সহজেই মানুষ প্রতারিত হতে পারেন। এবছরের শেষ নাগাদ, এআই সঙ্কট নিয়ে আলোচনায় বসেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতারা। তাদের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিল এআই আইনি সুরক্ষার চুক্তি। তবে মনে হয় না, ২০২৫ সালের আগে এই আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে। মার্কিন কংগ্রেস এই বিষয়ে এখনও কিছু ভাবেনি।

দুর্গাপুরে মিষ্টি তৈরীর গোডাউনে ঘুমোনোর সময় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু ২ কারিগরের, অসুস্থ ৬

দুর্গাপুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.)। মিষ্টি তৈরীর গোডাউনে ঘুমোনোর সময় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল দুই কারিগরের। গুরুতর অসুস্থ ছয়জন। রবিবার ভোর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের বি-জোন উইলিয়াম কেরী এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানে। অসুস্থরা দুর্গাপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে মৃতদের নাম অতনু রুইদাস (২২) ও বিধান বাউরী (২১)। দুর্গাপুরের বি-জোন উইলিয়াম কেরী এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানের মিষ্টি তৈরির কারিগর। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, রবিবার রাতে কাজ শেষ করে মিষ্টির দোকানের গোডাউনে ঘুমাচ্ছিলেন আটজন কর্মী। ওই গোডাউনের লাগোয়া ছিল মিস্টি তৈরীর ভাটি। স্বল্প আঁচে কয়লার ভাটি জ্বলছিল। এদিন ভোরের দিকে এককর্মী অসুস্থতার খবরটি দোকান মালিককে ফোন করে জানান। খবর পেয়ে দোকানমালিক ঘটনাস্থলে এসে দরজা ভেঙে আটজনকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।” তবে প্রাথমিক অনুমান উনুন জ্বালিয়ে বন্ধ ঘরে বিষাক্ত কার্বন মনো অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল। তার প্রভাবে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই কর্মীর। বাকিরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কিশনগঞ্জে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকল গাড়ি, জখম শিশু সহ ৩

কিশনগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বড়দিনে দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন মা ও শিশুকন্যা সহ তিনজন। সোমবার কিশনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের কাছে পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরের সামনে একটি চারচাকার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে ঢুকে পড়লে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। দুর্ঘটনায় আহতদের নাম সনজিদ খাতুন(৪০), আফিকা খাতুন(৩) ও মহম্মদ ইমরান(১৬)। আহতদের প্রথমে কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গুরুতর অবস্থা হওয়ায় পরে তিনজনকে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা নাগাদ স্থানীয় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন পূর্নিয়ার দিক থেকে একটি চারচাকা গাড়ি দ্রুতগতিতে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পঞ্চমুখী হনুমান মন্দিরের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মন্দিরের সামনে দাড়িয়ে থাকা স্থানীয় হাজী বস্তির তিনজনকে প্রথমে চাপা দেয়। এরপর গাড়িটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইক ও দুটি চারচাকার গাড়িতে প্রচণ্ড গতিতে ধাক্কা মারে। আর মন্দিরের পাশের একটি চা মিষ্টির দোকানে ঢুকে যায়। যদিও দোকানের কোনও গ্রাহক বা মালিক আহত হননি। কারণ তারা আগেই দোকান থেকে বেরিয়ে যান। এই ঘটনার পরে স্থানীয় লোকজন ঘাতক গাড়ির চালককে আটক করে পুলিশের হেপাজতে তুলে দেয়। দুর্ঘটনার পরে স্থানীয় লোকজন কিছুক্ষণ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পথ অবরোধ তুলে নেয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

গোডাউনে ঘুমোনোর সময় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু ২ কারিগরের, অসুস্থ ৬

দুর্গাপুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.)। মিষ্টি তৈরীর গোডাউনে ঘুমোনোর সময় দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হল দুই কারিগরের। গুরুতর অসুস্থ ছয়জন। রবিবার ভোর রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের বি-জোন উইলিয়াম কেরী এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানে। অসুস্থরা দুর্গাপুরের এক বেসরকারী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে মৃতদের নাম অতনু রুইদাস (২২) ও বিধান বাউরী (২১)। দুর্গাপুরের বি-জোন উইলিয়াম কেরী এলাকায় একটি মিষ্টির দোকানের মিষ্টি তৈরির কারিগর। বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ের বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, রবিবার রাতে কাজ শেষ করে মিষ্টির দোকানের গোডাউনে ঘুমাচ্ছিলেন আটজন কর্মী। ওই গোডাউনের লাগোয়া ছিল মিস্টি তৈরীর ভাটি। স্বল্প আঁচে কয়লার ভাটি জ্বলছিল। এদিন ভোরের দিকে এককর্মী অসুস্থতার খবরটি দোকান মালিককে ফোন করে জানান। খবর পেয়ে দোকানমালিক ঘটনাস্থলে এসে দরজা ভেঙে আটজনকে উদ্ধার করে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে হাসপাতালে আসে দুর্গাপুর থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের পর মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।” তবে প্রাথমিক অনুমান উনুন জ্বালিয়ে বন্ধ ঘরে বিষাক্ত কার্বন মনো অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয়েছিল। তার প্রভাবে দমবন্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই কর্মীর। বাকিরা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

নির্মমতার সাক্ষীঅন্ডাল, কুয়োতে ফেলে ৬ সারমেয়কে খুন!

দুর্গাপুর, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.): ফের কুকুরের ওপর নিষ্ঠুরতা। এবার ঘটনাস্থল অন্ডালের কাজোড়া। কুয়োয় ফেলে ৬ সারমেয়কে খুনের অভিযোগ উঠল। অসুস্থ উদ্ধার ২ সারমেয়। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের কাজোড়া গ্রামের ছাতিম তলা মনসা মন্দিরের কাছে।

ঘটনায় স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, রবিবার রাত্রে পাড়ার কুয়োর কাছে এক ব্যক্তি এলাকার কয়েকটি কুকুরকে ধরে ফেলছে। দেখতে পাওয়া যায়। বাসিন্দারা কাছে যেতেই ব্যক্তিটি চম্পট দেয়। ততক্ষণে ৮ টি কুকুর ফেলে দিয়েছে ওই ব্যক্তিটি। তড়ি ঘড়ি বাসিন্দারা দড়ি নিয়ে এসে সারমেয় গুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে। ৮ টি সারমেয়র মধ্যে ছয়”টি ছিল সারমেয় সাবক ছিল। ছয়টি সারমেয় সাবক ততক্ষণে জলের তলায় তলিয়ে যায়। এরপর পাড়ার আরো লোকজন জড়ো হলে এক ব্যক্তি কুয়ো তে নেমে উদ্ধার করে সারমেয় গুলিকে। দুটি প্রাপ্তবয়স্ক সারমেয় জীবিত উদ্ধার করা গেলেও ৬ সারমেয় সাবককে বাঁচানো যায়নি। তাদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা শীঘ্রই ওই ব্যক্তিকে ধরে উপযুক্ত কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। সোমবার সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় অন্ডাল থানার পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিকের সদস্যরা। এই ঘটনায় নির্মমভাবে সারমেয়দের হত্যাকারীর সন্ধানে তল্লাশি শুরু পুলিশের। স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন মানবিকের সম্পাদক সুবীর মন্ডল জানান, এই ঘটনার সম্পূর্ণ তদন্ত হোক। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তির দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বড়দিনের সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড চ্যাংরাবান্ধায়, ভস্মীভূত দুটি বাড়ি

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বড়দিনের সন্ধ্যায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কোচবিহারের চ্যাংরাবান্ধায়। যার জেরে পুড়ে ছাই দুটি বাড়ি। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯২ ভোগজান এলাকায়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ও মেখলিগঞ্জ দমকল বাহিনী। হতাহতের খবর নেই।

স্থানীয়রা জানান, এলাকার জ্ঞানবালা বর্মনের বাড়িতে আগুন লাগে। সেই আগুন পাশেই তার মেয়ে সন্ধ্যা বর্মনের বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। মুহূর্তে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুটি বাড়ি। একটি ঘর ছাড়া দুটি বাড়ির সব কিছু পুড়ে গিয়েছে। যদিও ঘটনায় কোনও প্রাণহানি ঘটেনি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ ও মেখলিগঞ্জ দমকল বাহিনী। কিন্তু ততক্ষণে সবটাই পুড়ে যায়। কীভাবে আগুন লাগল তা এখনও স্পষ্ট নয়।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মীনাক্ষী বর্মন বলেন, ‘বাড়িতে তখন কেউ ছিল না। সন্ধ্যা প্রদীপ নাকি শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে তা বোঝা যাচ্ছে না। আপাতত তাদের বাড়ির যে ঘরটা কোনমতে রক্ষা পেয়েছে সেটায় কোনরকমে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মঙ্গলবার পঞ্চায়েতের তরফে ত্রানের ব্যবস্থা করা হবে।’

ক্রিসমাস ইভে মদের ফোয়ারা ছুটিয়ে আইন ভেঙে গ্রেফতার মোট ৩২৫ জন

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : রবিবার বড়দিনের আগের রাতে কলকাতার রাস্তায় উপচে পড়েছিল ভিড়। গিজগিজ করছিল মানুষের ঢল। রাতভর চলেছে দেদার হুল্লোড়। উৎসবের মেজাজে যখন মশগুল রাতের কলকাতা, তখন বেলেল্লাপনার ছবিও ধরা পড়েছে বিভিন্ন জায়গায়। গতরাতে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন থানা চত্বর থেকে মোট ৩২৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার এমনিতেই ছুটির দিন। তার উপর সোমবারও অনেক অফিস-কাছারিতে বড়দিনের ছুটি। এসবের মধ্যে অনেকেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন রাতের শহরে। মদ খেয়ে বেলেল্লাপনা করতে করতে গাড়ি চালাতে গিয়েও পুলিশের খপ্পরে পড়েছে অনেকে। মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর জন্য ৮৯ জনের জরিমানা করেছে ট্র্যাফিক পুলিশ।বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে প্রচুর অবৈধ মদ। প্রায় সাড়ে ৪১ লিটার বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। শুধু তাই নয়, বেপরোয়া গাড়ি চালিয়ে ফ্যাসাদে পড়েছে আরও অনেক চালকই। দ্রুত গতিতে বিপজ্জনকভাবে গাড়ি ছুটিয়ে ৯৩ জনের জরিমানা হয়েছে। সবথেকে বেশি জরিমানা হয়েছে বিনা হেলমেটে বাইক চালিয়ে। ১৩১ জন বাইক চালককে জরিমানা করা হয়েছে হেলমেট না পরে থাকার জন্য। বড়দিনের আগের রাতে ফুর্তি করতে গিয়ে অনেক বাইক-স্কুটিতে তিনজনকেও দেখা গিয়েছে। পিছনে দু’জন বসিয়ে বাইক-স্কুটি চালাতে গিয়েও মোটা টাকার খেসারত দিতে হয়েছে ৮৪ জনকে। সব মিলিয়ে কলকাতা শহরে গতরাতে ৪৫৯ জনকে ট্র্যাফিক আইন ভাঙার জন্য জরিমানা করা হয়েছে। বড়দিনের উৎসবের মেজাজে যাতে কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয়, তার জন্য আগেভাগে সজাগ কলকাতা পুলিশ। শহরের রাস্তায় মোতায়েন রয়েছে প্রচুর পুলিশ বাহিনী। কড়া নজরদারি চালাচ্ছে ট্র্যাফিক পুলিশও। আজও পার্ক স্ট্রিট থেকে শুরু করে কলকাতা শহরের বিভিন্ন জায়গায় মানুষের ঢল নেমেছে। গতকালের মতো আজও সব দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছে পুলিশ প্রশাসন।

বাজপেয়ীর জন্মবার্ষিকী

● প্রথম পাতার পর

জানতে হবে বলে এদিনের সভায় বললেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এছাড়াও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জীবনী নিয়ে বিশদে আলোচনা করেন মন্ত্রী।

নির্মিত রাস্তার কাজ

● প্রথম পাতার পর

কাজ শেষ হলে এলাকার যোগাযোগ ব্যাবস্থা সহ ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয় মুখী হতে অনেকটাই সুবিধা হবে।

রাজ্যের আবেদন উড়িয়ে জামিন মঞ্জুর বাকি ৪ চাকরিপ্রার্থীও

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : ফের রাজ্যের আবেদন উড়িয়ে চাকরিপ্রার্থীদের জামিন মঞ্জুর। ধৃত ৪ চাকরিপ্রার্থীর জামিন মঞ্জুর করল আলিপুর আদালত। এর আগে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে বিক্ষোভ দেখিয়ে বন্দি চাকরিপ্রার্থীদের ফের হেফাজতে চেয়েছিল পুলিশ। ধৃত ৪ চাকরিপ্রার্থীকে ১৪ দিনের জন্য হেফাজতে চেয়ে আবেদন করা হয় আদালতে। গত শুক্রবার বিক্ষোভ দেখিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন ৫৯ জন আপার প্রাইমারি চাকরিপ্রার্থী। ধৃতদের পুলিশ হেফাজতে নিতে চেয়ে আবেদন করা হয় রাজ্য সরকারের তরফে। গত শনিবার ৫৫ জন চাকরিপ্রার্থীর জামিন মঞ্জুর করে আদালত।

নিয়োগের দাবিতে শুক্রবার হাজরায় জড়ো হয়েছিলেন উচ্চপ্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা। মিছিল চলাকালীন কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রীর পাড়ায় ঢুকে পড়েন। উদ্দেশ্য ছিল, মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দেওয়া। তবে মাঝপথেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। ৫৯ জনকে গ্রেফতার করে তারা। তাঁদের মধ্যে ৫৫ জন মহিলা চাকরিপ্রার্থী শনিবারই জামিন পেয়ে গিয়েছিলেন। বাকি ৪ পুরুষ চাকরিপ্রার্থীকে দুদিনের জেল হেফাজত দেওয়া হয়েছিল। সোমবার তাঁদের আদালতে তুলে তদন্তের স্বার্থে ১৪ দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে চায় পুলিশ। কিন্তু তাঁদের দাবি খাটেনি।

এদিন সরকারি কেঁ সুলিকে প্রশ্ন করেন বিচারক- তদন্তের অগ্রগতি কেমন? সদুত্তর দিতে পারেননি তিনি। পালটা দাবি করেন, আন্দোলনকারীরা অপরাধমূলক কাজ করেছিলেন। পুলিশের উপর চড়াও হয়েছিলেন তাঁরা। পালটা আন্দোলনকারীদের আইনজীবী জানান, ধৃতরা কেউ সরাসরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। দুজন চায়ের দোকানে বসেছিলেন এবং বাকি দুজন মোবাইলে ভিডিও করছিলেন। তাঁর আরও দাবি, পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে তাঁদের তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। সরকারি আইনজীবীর যুক্তি আদালতে টেকেনি। জামিন পেয়ে যান ৪ জনই। মুক্তির পর রীতিমতো তাঁদের মালা পরিয়ে স্বাগত জানানো হয়।

আগামীকাল রাজ্যজুড়ে পথে নামছে তৃণমূল

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের বিরুদ্ধে স্বামী বিবেকানন্দকে অপমানের অভিযোগ তুলে পথে নামছে তৃণমূল। সোমবার মাঝরাতে কলকাতা আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা। মঙ্গলবার দিনভর শহরে থাকবেন তাঁরা। এদিনই ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ করবে তৃণমূল। এমনকী, কলকাতায় রয়েছে মহামিছিল।

এদিন তৃণমূলের তরফে জানানো হয়েছে, শহরে ও ব্লকে ব্লকে প্রতিবাদ মিছিল করবে যুব তৃণমূল। ব্লকে ব্লকে স্বামীজির মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করবেন যুব তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা। পাশাপাশি স্বামীজির আদর্শ মেনে মিছিলে নেতা-নেত্রীদের কাছে থাকবে ফুটবল। মিছিল শেষে ফুটবলও খেলা হতে পারে। কলকাতার মিছিলের নেতৃত্বে থাকবেন যুব তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ। তাঁদের দাবি একটাই, স্বামীজিকে অপমানের জন অমিত শাহ এবং সুকান্ত মজুমদারকে ক্ষমা চাইতে হবে।

এদিন ঘাসফুল শিবিরের শাহের বঙ্গসফরকে ড্যামেজ কন্টোল বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। তাঁদের দাবি, “সুকান্ত মজুমদার স্বামীজিকে অপমান করেছেন। সেই ড্যামেজ কন্টোল করতেই শহরে আসছেন অমিত শাহ। তবে এই সফরে কাজের কাজ হবে না।” সুকান্ত মজুমদারের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চান অমিত শাহ। বাংলার সাংস্কৃতিক পুরোধাদের অপমানের সমর্থন করবে তাদের দল? বিজেপির অবস্থান স্পষ্ট করুক। দাবি তৃণমূলের।

প্রসঙ্গত, রবিবার ব্রিগেডে ‘লক্ষ কণ্ঠ গীতাপাঠ’ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, “বাংলা বহু যুগ ধরে এই সনাতন সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। এবং ভক্তি আন্দোলনের পীঠস্থান ছিল। মাঝে বাংলা কিছুটা ডিরেলড হয়েছিল, বামপন্থীদের দ্বারা। এখন দেখতে পাচ্ছেন না অল্প বিদ্যা ভয়ংকরী। গীতাপাঠের থেকে ফুটবল খেলা ভালো যারা বলছেন তারা বামপন্থী প্রোডাক্ট। এখন বাংলা সঠিক পথে যাবে। আজকে থেকে শুরু হচ্ছে সঠিক পথে যাওয়া।” এর প্রতিবাদেই পথে নামছে তৃণমূল।

সান্টার পোশাকে চারাগাছ বিতরণ করলেন ‘প্রকৃতি প্রেমী কবি’দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস

ময়নাগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : মুখে প্রকৃতিকে বাঁচানোর শপথ নিয়ে বড়দিনে সান্টার পোশাকে চারাগাছ বিতরণ করলেন ‘প্রকৃতি প্রেমী কবি’দীনেশচন্দ্র বিশ্বাস। শনিবার ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে চারা গাছ বিলি করেন তিনি।

তাঁর কবিতায় ফুটে ওঠে প্রকৃতিকে বাঁচাবার নানা শপথ। এলাকায় তাই তিনি ‘প্রকৃতি প্রেমী কবি’ নামেই বিশেষ পরিচিত। ময়নাগুড়ির সেই দীনেশচন্দ্র বিশ্বাসকে বড়দিনের দিন দেখা গেল অন্য মেজাজে। বড়দিনের সকাল থেকে প্রকৃতিকে বাঁচানোর শপথে ছড়া কাটতে কাটতে সান্টা ক্লজের পোশাকে চারা গাছ বিলি করলেন দীনেশবাবু। শিশুদের দিকে এগিয়ে দিলেন কেক, চকলেট সহ হরেক উপহার। এছাড়া ময়নাগুড়ি ট্রাফিক মোড়ে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে চারা গাছ বিলি করেন তিনি। এদিনের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়, দুই কাউন্সিলার গোবিন্দ পাল, ঝুলন সান্যাল সহ অন্যান্যরা।

শ্রীরামপুর চার্চের সামনে শিশুদের সঙ্গে বড়দিনের আনন্দে মাতলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরামপুর, ২৫ডিসেম্বর (হি. স.) : মিমিক্রি বিতর্কে এখনও রাজনৈতিক চর্চার শীর্ষে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু বড়দিনে সে সব থেকে দূরে একেবারে ভিন্ন মেজাজে দেখা গেল শ্রীরামপুরের সাংসদকে। সব বিতর্ক থেকে কার্যত দূরে গিয়ে নাচতে দেখা গেল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমবার বড়দিন উপলক্ষে শিশুদের সঙ্গে মিশে গেলেন তিনি। জিঙ্গল বেল-এর সঙ্গে তাল মেলালেন তিনি।

সোমবার শ্রীরামপুর চার্চের সামনে এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই দেখা গিয়েছে, কচিকাঁচাদের সঙ্গে হাতে হাতে কেক, লজেন্স দিচ্ছেন তিনি। পাশে তখন বাজছে জিঙ্গল বেল। শিশুদের সঙ্গে হাততালি দিয়ে নেচে নেন কল্যাণ। বাংলার মাটি, বাংলার জন- গানটিও গাইতে শোনা যায় তাঁকে।

সম্প্রতি সংসদ চত্বরে উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়ের মিমিক্রি করার অভিযোগ ওঠে সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। সম্প্রতি একটি সভায় সাংসদ দাবি করেন যে তিনি কিছু ভুল করেননি। মিমিক্রিকে সাংবিধানিক অধিকার বলেও এ দিন দাবি করেছেন কল্যাণ। এরপরই তাঁর চ্যালেঞ্জ, “এক বার করেছি। দরকারে হাজার বার করব। আমাকে জেলে দিতে পারেন। খুন করতে পারেন। কিন্তু লড়াই থামবে না।”

হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

মাটি চাপা পরে গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

করতে গিয়েছিলেন গৌতম দেবনাথ(৩০)। তিনি দক্ষিণ দেওছড়া এলাকার বাসিন্দা রায়মোহন দেবনাথের পুত্র। মাটি কাটতে গিয়ে মাটির নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন তিনি। পর্বতী সময়ে পরিবারের সদস্য তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছেন।

বিএসএফের হাতে এক বাংলাদেশী মহিলা আটক

● প্রথম পাতার পর

করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ব্রজেন্দ্র নগর পাঁচ নং ওয়ার্ড এলাকায় অবস্থান করছেন। এই খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ বিএসএফের জওয়ানরা ওই এলাকায় তল্লাশি চালায়। তল্লাশি চালিয়ে এক মহিলাকে আটক করে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃত মহিলা বাংলাদেশের মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা থানাধীন নুনুয়া এলাকায় বাসিন্দা জনী রানী দাস (২৫)। তাঁর স্বামীর নিপেন্দ্র দাস। সে অবৈধভাবে ত্রিপুরায় প্রবেশ করেছিল।

পৃথক যান দুর্ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

পর কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রসেনজিৎ এর অবস্থা বেগতিক দেখে তাকে দ্রুত আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে দেয়।

অপরদিকে বিশালগড় বিদ্যুৎ অফিস সংলগ্ন বাইপাসে টি আর ০১ এ টি ০৫৯৯ নম্বরের একটি আই টেন গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। এতে গাড়িটির সামনের অংশ দুমড়ে মুছড়ে যায়। গাড়িতে ছিলেন স্বামী-স্ত্রী।প্রত্যক্ষদর্শীরা দেখতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসে দুর্ঘটনাস্থলে। খবর দেওয়া হয় বিশালগড় অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা ছুটে এসে আহত স্বামী-স্ত্রী দুজনকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আহত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আশঙ্কা জনক অবস্থায় অপর্ণা ভট্টাচার্যী(৫৫) কে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করে।স্বামী নিজে গাড়ি চালিয়ে আগরতলার উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ঘটে বিপত্তি। আহত চালক শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্যী (৬৫) তার বাড়ি আগরতলা, জগৎপুর কালিবাড়ি এলাকায়। বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী দুজনের আশঙ্কা জনক অবস্থায় চিকিৎসা চলছে জিবিপি হাসপাতালে।

সিপিএম ছাড়া অধিকাংশ

● প্রথম পাতার পর

তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হবেন নরেন্দ্র মোদী। ২০১৯ লোকসভা নিবার্চনের থেকে এবার বেশি আসনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী মনসদে বসবেন নরেন্দ্র মোদী।

এদিন তিনি আরও বলেন, জনগণকে সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে মোদীর গ্যারান্টির গাড়ি বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গেছে। প্রত্যেক মানুষের উন্নয়ন হলেই দেশের উন্নয়ন সম্ভব। প্রধানমন্ত্রী ধারণা প্রত্যেক মানুষ বিকশিত হলে দেশ বিকশিত হবে। সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে ১৫ নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে ২৫ জানুয়ারী পর্যন্ত বিকশিত ভারত প্রকল্প যাত্রা শেষ হবে। সাধারণ মানুষকে সুবিধা প্রদানে ক্ষেত্রে মোট ১৭টি প্রকল্পের সূচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, ২০১৮ সালে ত্রিপুরায় বিজেপি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর থেকে রাজ্যবাসীকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর দেওয়ার শুরু হয়েছিল। তাছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর মুদ্রা লোন প্রকল্পে এখন পযন্ত রাজ্যের ২৬ লক্ষ মানুষ উপকৃত হয়েছেন।

রাজ্যে উৎসবের

● প্রথম পাতার পর

নগর চার্চের ফাদার অন্যান্যরা,। এদিকে সোমবার বিকাল থেকেই অগণিত মানুষ মরিয়ম নগর চার্চে ভিড় জমাতে শুরু করে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের মাত্র বাড়তে থাকে। গভীর রাত পর্যন্ত মানুষের আনন্দ উচ্ছ্বাসের ঢেউ আছড়ে পড়ে মরিয়ম নগরে। চার্চের আশেপাশে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মেলা বসে। এছাড়াও ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ভিড় সামলাতে পুলিশ ও ট্রাফিক প্রশাসন কি মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হয়। এছাড়াও ছিল স্বেচ্ছাসেবক। বড়দিন উপলক্ষে মরিয়ম নগর ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন চার্চ গুলি আলোক মালায় সেজে উঠেছে। রাতভর প্রার্থনা সভা এবং যীশুর বাণী পাঠ গতকাল থেকেই শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন ধর্মালম্বির মানুষ প্রভু যীশুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মোমবাতি জ্বালিয়ে ও ফুলমালা দিয়ে। মানুষের ভিড় ও যানবাহনে কারণে মাঝে মাঝে আসাম আগরতলা রাস্তা যানবাহনের জট কাটাতে হিম সিম খেতে হয় ট্রাফিক পুলিশের। বেশ কয়েক বছর ধরে আগরতলার মানুষের কাছে মরিয়ম নগর হয়ে উঠে বড়দিনের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। এলাকা জুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার। দু চাকার যানবাহন ছাড়াও গাড়ি ওটো করে মানুষ শীত দূরে ঠেলে রাতভর উপভোগ করে উৎসবের আনন্দ। জাতি উপজাতি সকল অংশের মানুষের সমাগমএ বড়দিন হয়ে উঠে হয়ে মিলন ক্ষেত্র।

বাজপেয়ীর লেখায়

● প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসব নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর একটি কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে সকলকে ভালো কাজে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, সুশাসনের লক্ষ্যে রাজ্যে কাগজবিহীন পরিষেবা চালু করা হয়েছে। যা আগামীদিনে পঞ্চায়েতস্তর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে। বর্তমান সরকার রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের কথা মাথায় রেখে কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ডঃ পিকে চক্রবর্তী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন রাজ্য সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান সুব্রত চক্রবর্তী। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি দেবল দেবরায়, বিধায়ক রঞ্জিত দাস, বিধায়ক জিতেন্দ্র মজুমদার ও বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, উদয়পুর পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও দৈনিক জাগরণ পত্রিকার ব্যুরো চিফ ওম প্রকাশ তিওয়ারি, বিশিষ্ট কবি বিনায়ক বন্দোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে অটল বিহারী বাজপেয়ীর জীবনীর উপর একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ অটল কবিতা ও সাহিত্য উৎসবের স্মরণিকার আবরণও উন্মোচন করেন।

সরকারের সাথে মানুষের

● আটের পাতার পর

জনজাতির মিশ্র সংস্কৃতি রয়েছে। সকল জনগোষ্ঠীই একে অপরের সঙ্গে শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করছে। আগামীদিনে জাতি জনজাতি মিলেমিশেই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠন করবে বলে মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা বলেন, সম্প্রতি নীতি আয়োগের প্রতিনিধিদল রাজ্য সফরে এসে ত্রিপুরার অগ্রগতির বিষয়ে প্রশংসা করে গেছেন। ইতিবাচক চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করার ফলেই রাজ্য আজ দ্রুত এগুচ্ছে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী বলেন, ২০১৪ সাল থেকে প্রতি বছর ২৫ ডিসেম্বর দেশের প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিনটিকে দেশব্যাপী সুশাসন দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। প্রতি ঘরে সুশাসন ২.০ অভিযানে এখন পর্যন্ত রাজ্যের ৩ লক্ষ ১৫ হাজার সুবিধাভোগী বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশনের সিইও কিরণ গিত্তে। অনুষ্ঠান মঞ্চে গুড গভর্নেন্স দপ্তর, পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তর এবং অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান দপ্তরের ৩টি পুস্তিকার আবরণ উন্মোচন করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা সহ অন্যান্য অতিথিগণ পতাকা নেড়ে ৫টি ভ্রাম্যমান কমন সার্ভিস সেন্টার গাড়ির যাত্রার সূচনা করেন।

ক্রীড়াঙ্গন

ন্যাশনাল ভলিবল একাডেমিতে খেলোয়ার ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। ন্যাশনাল একাডেমিতে খেলোয়াড় ভর্তির কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ঝাড়খণ্ডের বোকারোতে অবস্থিত মোঙ্গিয়া ন্যাশনাল ভলিবল একাডেমিতে অনূর্ধ ১৯ প্রতিভাবান ভলিবল খেলোয়াড়দের ভর্তি করানোর বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। বার্তা এসেছে ত্রিপুরা ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের কাছে। আগ্রহী ভলিবল খেলোয়াড়রা যথা নিয়ম অনুসারে আবেদন করতে পারবেন এবং প্রয়োজনে ত্রিপুরার ভলিবল অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাকটিং সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেমন জন্ম তারিখের প্রমাণপত্র, আধার কার্ড জমা করতে হবে এবং নাম জমা দিতে হবে ৩১ জানুয়ারির মধ্যে। অতঃপর ফেব্রুয়ারির ৯, ১০ ও ১১ ফেব্রুয়ারিতে সিলেকশন ট্রায়ালের জন্য ডাকা হবে। খেলোয়ারদের সিলেকশন ট্রায়ালে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোন রকমে অর্থ দেওয়া হবে না বলে জানানো হয়েছে।

ব্রিটিশ ধনকুবের স্যার জিম র‍্যাটক্লিফ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ২৫ু মালিকানা কিনে নিলেন

ম্যানচেস্টার, ২৫ ডিসেম্বর(হি.স.) : ব্রিটিশ ধনকুবের স্যার জিম র‍্যাটক্লিফ ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের ২৫ু মালিকানা কিনে নিলেন। অনেকদিন ধরেই চেষ্টাটা করছিলেন র‍্যাটক্লিফ। কিন্তু গ্লেজার পরিবার 'অযৌক্তিক দাম' চেয়ে বসায় সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছিলেন র‍্যাটক্লিফ। তবে শেষ পর্যন্ত সফলই হলেন ৭১ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ ধনকুবের। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড গতকাল তাদের ওয়েবসাইটে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ক্লাবটির ২৫ু শেয়ার কিনে নিয়েছেন র‍্যাটক্লিফ। এর জন্য তাঁকে খরচ করতে হচ্ছে ১২৫ কোটি পাউন্ড। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের সফলতম ক্লাবটিতে ভবিষ্যতে আরও ২ কোটি ৩৬ লাখ পাউন্ড বিনিয়োগ করবেন বলে জানিয়েছেন এই ধনকুবের।

গুয়াহাটিতে উন্মুক্ত দাবায় আরাধ্যা দাসের সাফল্য

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমির দাবাড়ু আরাধ্যা দাস।
গুয়াহাটিতে সাউথ পয়েন্ট স্কুলের অনুষ্ঠিত উন্মুক্ত আন্তর্জাতিক দাবা প্রতিযোগিতায়। আসরে অংশ নিয়েছিলো ২৭২ জন দাবাড়ু।
এরমধ্যে আরাধ্যা দখল করে ২২ তম স্থান।
আসরে ৯ রাউন্ড খেলে ত্রিপুরার ওই দাবাড়ুটির পয়েন্ট সাড়ে ৬। শ্রীকৃষ্ণ মিশন স্কুলের ছাত্রীটি আসর থেকে ৯৭ রেটিংও বাড়ায়। আসরে ২২ তম স্থান পাওয়ার সুবাদে মেডেল সহ প্রাইজমানি বাবদ পায় ৭ হাজার টাকা। দুরন্ত সাফল্যে খুশি আরাধ্যা।
আগামীদিনে আরও ভালো ফলাফল করতে সে বদ্ধপরিকর।

স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরের আয়োজন নিঃসন্দেহে সামাজিক সচেতনতা বোধের অন্যতম নিদর্শন।
ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের কার্যকরী সদস্য তথা ত্রিপুরা ট্রায়াথলন অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অমীয় কুমার দাসের ঐকান্তিক প্রয়াসে টেনিস এসোসিয়েশনের সহযোগিতায় মালঞ্চ নিবাস টেনিস কমপ্লেক্সে আজ সোমবার বেলা ১১ টায় এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ১০৮ স্বামী ডক্টর বৃন্দাবন বিহারী দাস কাঠিয়া বাবা মহারাজ এবং যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়, পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার, অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ, ক্রীড়া সংগঠক সুজিত রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সদর অনূর্ধ-১৩ ছোটদের ক্রিকেট সুপার ফোরের লড়াই আজ থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর।। সুপার ফোরের লড়াই শুরু মঙ্গলবার থেকে। নরসিংগড় পঞ্চায়েত মাঠে শক্তিশালী এন এস আর সি সি খেলবে চাম্পামুড়া সি সি-র বিরুদ্ধে এবং তালতলা মাঠে প্রগতি প্লে সেন্টার খেলবে এ ডি নগরের বিরুদ্ধে। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা আয়োজিত সদর অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে। গ্রুপ লিগে দুরন্ত খেলে ৪ দল উঠে আসলো সুপার ফোরে। ৪ দলই সোমবার শেষ প্রস্তুতি সেরে নেয়। সুপারের প্রথম লড়াইয়ে ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে এন এস আর সি সি এবং প্রগতি পি সি। তবে ওই দুই দলকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে প্রস্তুত বাকি দুই দলও। তবে যে দলের ব্যাটসম্যান-রা স্কোরবোর্ডে বড় স্কোর গড়তে পারবে সেই দলই জয় পেয়ে মাঠ ছাড়বে।
৪ দলেই বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান ক্রিকেটার রয়েছে, যারা যে কোনও সময় ম্যাচের চাকা ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। এন এস আর সি সি তাকিয়ে থাকবে অনশ ভাটনাগর এবং শায়ন্তন করের দিকে।
শায়ন্তন ব্যাটের পাশাপাশি উইকেটের পেছনেও দলকে বড় ভরষা দিচ্ছে। প্রগতি তাকিয়ে থাকবে দুরন্ত ফর্মে থাকা উইকেট রক্ষক ব্যাটসম্যান শ্রেষ্ঠাংশু দেব এর দিকে।
এছাড়া দলে রয়েছে দেবপ্রিয় দে, যশ দেববর্মা। চাম্পামুড়া তাকিয়ে থাকবে তানিষ্ক চক্রবর্তী, শুভ্রজিৎ চক্রবর্তীর দিকে, তেমনি এ ডি নগর তাকিয়ে থাকবে নীলেশ সূত্রধর, তীর্থ চক্রবর্তীর দিকে।
চার দলের কোচ জয় কিসোর দেববর্মা, কর্ণ দেববর্মা, নয়নমনি দেববর্মা এবং খোকন দে সুপারের প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়া নিয়ে আশাবাদী। সেই লক্ষে ৪ কোচই তাঁর অস্ত্রদের শেষবার শান দিয়ে নেন সোমবার। পাশাপাশি প্রতিপক্ষকে হারানোর ছকও কষে নেন।

বড়দিনের আগে অষ্টম হারের স্বাদ পেল চেলসি, হারল উলসের কাছে

লন্ডন, ২৫ ডিসেম্বর(হি.স.) :বড় দিনের আগে অষ্টম হারের স্বাদ পেল চেলসি। রবিবার (২৪ ডিসেম্বর) রাতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে উলসের কাছে ২-১ গোলে হেরেছে পচেত্তিনোর দল। এটি চলতি মরসুমে লিগে চেলসির অষ্টম হার।
আর চলতি মরসুমে এটি প্রতিপক্ষের মাঠে চেলসির টানা চতুর্থ হার।
ম্যাচের ৫১ মিনিটে মারিও লেমিনার গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিকরা। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করে জয় নিশ্চিত করেন আইরিশ ডিফেন্ডার ম্যাট ডোহার্টি।
বদলি নেমে ক্রিস্টোফার এনকুকু শেষ সময়ে একটি গোল শোধ করলেও, আসরে অষ্টম হার এড়াতে পারেনি চেলসি। ১৮ ম্যাচ শেষে ২২ পয়েন্ট নিয়ে চেলসির অবস্থান ১০ নম্বরে, সমান ম্যাচ আর সমান পয়েন্টে গোল ব্যবধানের কারণে ১১ নম্বরে উলভস। পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ চারটি স্থানে আছে যথাক্রমে আর্সেনাল (৪০), লিভারপুল (৩৯), অ্যাস্টন ভিলা (৩৯) ও টটেনহাম (৩৬)।

এই মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার গড় স্কোর ৩১৫ রান। ভারতের ২৫৯ রান

সেঞ্চু রিয়নে সর্বাধিক ও সর্বনিম্ন স্কোর:
সেঞ্চু রিয়নে সর্বাধিক ৬২১ রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার। ২০২০ সালে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। ইনিংস এবং ৪৫ রানে জিতেছিল প্রোটিয়ারা।আর এই মাঠে ভারতের সর্বাধিক স্কোর ২০১০ সালে ৪৫৯। তাতেও ইনিংস এবং ২৫ রানে হার ভারতের।
সর্বনিম্ন স্কোর:
এই মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বনিম্ন স্কোর ১১৬। এ বছরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে এই স্কোর গড়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে শেষ অবধি ৮৭ রানে জিতেও ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা।
আর ভারতের সর্বনিম্ন স্কোর ১৩৬। সেটা ২০১০ সালেই।
সেঞ্চু রিয়নের সুপার স্পোর্টস পার্কে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার টেস্ট রেকর্ড:
তিন বার মুখোমুখি হয়েছে দু-দল। দক্ষিণ আফ্রিকার জয় দুটিতে। ভারত জিতেছে একটি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ের উদ্বোধন

সরকারের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর ।। জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা সমাজের অন্তিম ব্যক্তির কাছে স্বচ্ছতার সঙ্গে পৌঁছে দেওয়াই হচ্ছে সুশাসনের লক্ষ্য। সুশাসনের সাথে সাথে জনগণের সাথে প্রশাসনের সুসম্পর্ক তৈরি হয়। সুশাসন ও সরকারের সাথে মানুষের সুসম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করছে। আজ ড় শ্যামাপ্রসাদ সরণীতে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর জন্মদিবস উপলক্ষে সুশাসন দিবসও উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী রতনলাল নাথ, অর্থ ও তথ্য প্রযুক্তিমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায়, মুখ্যসচিব জে কে সিনহা, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশনের সিইও কিরণ গিত্যে প্রমুখ। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সহ অতিথিগণ প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন কার্যালয়ে মিডিয়া মনিটরিং সেল, চিফ মিনিস্টার্স ওয়ার রুম, প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন ইউনিটের উদ্বোধন করেন। তাছাড়া সিএম ড্যাশবোর্ড ও প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী পোর্টালেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা বলেন, ত্রিপুরা দেশের মধ্যে পঞ্চম রাজ্য যেখানে ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন চালু করা হচ্ছে। এর আগে ১৭টি রাজ্যে এই ধরনের ইনস্টিটিউশন স্থাপন করা হলেও এখন মাত্র ৪টি রাজ্যে চালু রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন ১৯০৫ সহ আরও কয়েকটি বিষয় এখন থেকে ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন ফর ট্রান্সফরমেশন থেকে মনিটরিং করা হবে। ফলে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রকৃত সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছাচ্ছে কিনা তা সহজেই তদারকি করা সম্ভব হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০১৪ সালে দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই জনগণের প্রতি সমর্পণের ভাবনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর মার্গদর্শনে রাজ্য সরকারও স্বচ্ছতার সঙ্গে জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। স্বচ্ছ প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্যে ই-ক্যাবিনেট, ই-বিধানসভা সহ সরকারি প্রতিটি দপ্তরে ই-অফিস চালু করা হয়েছে। শুধু তাই নয় রাজ্যের ২৩টি মহকুমা ও ৫৮টি ব্লক অফিসেও ই-অফিস চালু করা সম্ভব হয়েছে। আগামীদিনে রাজ্যের প্রতিটি ভিলেজ ও গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসেও ই-অফিস চালু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট সুশাসন পৌঁছানোর যে চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করে গেছেন তা অনুসরণ করেই আমাদের এগুতে হবে। রাজ্য সরকার সমাজের অন্তিম ব্যক্তির নিকট সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে গত বছর থেকে প্রতি ঘরে সুশাসন অভিযানের উদ্যোগ নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে জাতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহাসমারোহে চন্দ্রমল্লিকা প্রদর্শনী শুরু হল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর ।। আজ মহাসমারোহে ত্রিপুরা ক্রিসেনথিমাম গিল্ড আয়োজিত তিন দিন ব্যাপী চন্দ্রমল্লিকা প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা শুরু হল। পুরোনো রূপসী হলের বিপরীত দিকে আয়োজিত এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন গিল্ডের সভাপতি, বিধানসভার প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ্য সুবল রুদ্র। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বর্ষীয়ান নাগরিক মানিকলাল সাহা। আবহাওয়ার বিরূপতা সত্ত্বেও চন্দ্রমল্লিকার এরকম বিপুল সমারোহ সচরাচর দেখা যায় না। বিভিন্ন প্রজাতির ফুল-যেমন কোরিয়ান পম্পন, এনিমোন, পম্পন বল ভ্যারাইটি, হাইব্রিড ইনকার্ভ, রিফ্লেক্স, স্পাইডার-এক কথায় চন্দ্রমল্লিকা তার সকল বৈচিত্র্য ও বৈভব নিয়ে প্রদর্শনীতে উপস্থিত দর্শকদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করছে।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধক সুবল রুদ্র প্রদর্শনীতে যোগদানকারী ফুলচাষীদের অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, আবহাওয়ার বিরূপতার কারণে চন্দ্রমল্লিকা আগের মতো সঠিক সময়ে সঠিক আচরণ করছে না। ফুলচাষীর সংখ্যাও আগের থেকে কমে গেছে। তবু ২৪ বছর ধরে নানা প্রতিকূলতার সত্ত্বেও এই প্রদর্শনী চালিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে ফুলচাষীদের আগ্রহ ও দর্শকদের উপস্থিতির জন্য। আগামী ২৭শে ডিসেম্বর প্রদর্শনী শেষ হবে। সেদিন সন্ধ্যায় বিজয়ী প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হবে।

সোমবার অটল বিহারী বাজপেয়ির জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাঁর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহা। ছবি- নিজস্ব।

বাজপেয়ীর জন্মদিন উপলক্ষে কাব্যাঞ্জলি ও সুসজ্জিত সুশাসন র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম , ২৫ ডিসেম্বর: ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটল বিহারি বাজপেয়ীর জন্মদিন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা ও মন্ডলের সাথে সিপাহীজলা জেলা ও এই জেলার অন্তর্গত পাঁচটি মন্ডলেও নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে উদযাপন করা হয়েছে।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর জন্মদিন সকালে বিভিন্ন বুথে বুথে উদযাপন করে সকাল নয়টায় জেলা অফিসে ও বিধায়কের উপস্থিতিতে বিশালগড় মন্ডলে উদযাপিত হয়।

এ উপলক্ষে বিজেপির সিপাহীজলা (উত্তর) জেলা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় অটল কাব্যাঞ্জলি অনুষ্ঠান। এদিন বিকালে রঘুনাথপুর স্থিত জেলা কার্যালয়ে কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত কাব্যাঞ্জলি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুশান্ত দেব, জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, জেলা সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত প্রমুখ। অটল বিহারি বাজপেয়ীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন অতিথিরা।

সোমবার বিকাল তিনটায় বিশালগড় মন্ডল কমিটি আয়োজিত সুশাসন যাত্রায় ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। সোমবার বিকালে ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মোড় থেকে শোভাযাত্রা শুরু হয়। সুসজ্জিত ট্যাবলুতে সরকারি প্রকল্প গুলো তুলে ধরা হয়। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, কৃষাণ সম্মান নিধি, উজ্জ্বলা যোজনা সহ গ্রাম গরীব কৃষাণের কল্যাণে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গুলো তুলে ধরা হয়। শোভাযাত্রায় অংশ নেন বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেব, ভারপ্রাপ্ত মন্ডল সভাপতি তপন দাস, মন্ডল প্রভারী অমল দেবনাথ সহ সকল স্তরের কার্যকর্তা, বিভিন্ন মোর্চার কার্যকর্তা, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ রাষ্ট্রপ্রেমী সাধারণ মানুষ কয়েক হাজার নরনারী উপস্থিত ছিলেন সুশাসন যাত্রায়। দীর্ঘ পথ পরিক্রমা করে অফিসটিলায় গিয়ে শোভাযাত্রার সমাপ্তি ঘটে।

বিধায়ক সুশান্ত দেব বলেন সুশাসনের বীজ বপন করেছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী। তাঁর দেখানো পথেই আজ যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতবর্ষকে বৈভবশালী করার দায়িত্ব পালন করছে। ৩৭০ ধারা বাতিল করে এক দেশ এক বিধান চালু করেছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কৃষি থেকে সামরিক স্বাস্থ্য থেকে সড়ক সর্বক্ষেত্রে উন্নয়নের সোপান তৈরি করেছিলেন প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী। বাজপেয়ীজীর অপূর্ণ ইচ্ছে গুলো পূরণের মাধ্যমে দেশের প্রতিটি নাগরিকের কল্যাণ সাধন করছে সরকার।

দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেটে চার দলের মধ্যে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ ডিসেম্বর ।। ধর্মনগরের কলেজ রোডস্থিত ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত যে দৃষ্টিহীনদের ক্রিকেট টুর্নামেন্ট সিক্সড এডিশন অনুষ্ঠিত হয়েছে সেখানে ত্রিপুরা চ্যাম্পিয়ন হয়ে পরবর্তী পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা মনিপুর কে হারিয়েছিল দ্বিতীয় ম্যাচে অর্থাৎ রবিবারে শক্তিশালী ছত্রিশগড় কে পরাজিত করেছে। আজ অর্থাৎ সোমবার তৃতীয় তথা শেষ ম্যাচে আসাম কে পরাজিত করেছে।

আজকের খেলায় প্রথমে ত্রিপুরা ব্যাট করে তিন উইকেটের বিনিময়ে ১৯৫ রান করে ১৮ ওভারে। যার মধ্যে বিশ্বজিৎ দেবনাথ এর ৭১ বলে ১২৮ রান এবং ত্রিপুরার অধিনায়ক সুকান্ত সরকারের ৩৩ বলে ৩৮ রান উল্লেখযোগ্য। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আসাম নির্ধারিত তথ্য ১৮ ওভারে ৯ উইকেটের বিনিময়ে মাত্র একানব্বই রান করে। ত্রিপুরা ১০৪ রানে বিজয়ী হয়। বোলিংয়ে ত্রিপুরার পক্ষে সুকান্ত সরকার চার ওভার ১৩ রান দিয়ে তিনটি উইকেট, বিশ্বজিৎ দেবনাথ চার ওভারে ২৫ রানের দুটি উইকেট এবং রাজেন্দ্র পুনরিয়া ৩ ওভারে ১২ রানে একটি উইকেট দখল করে। আজকের খেলায় বিশ্বজিৎ দেবনাথ ম্যান অফ দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয় এবং খেতাব দখল করেছে। সমাপ্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।

সিপাহীজলা জেলার সমস্ত স্তরের নারী শক্তিকে নিয়ে অনুষ্ঠিত তেজস্বিনী সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৫ ডিসেম্বর ।। ভারতীয় চিন্তনে নারীকে শক্তি হিসেবে পূজা করা হয়।নারীতো নারায়নী।নারী তেজস্বিতার,শৌর্যতার, বীরাঙ্গনার প্রতীক।

রবিবার বিশালগড় নতুন টাউন হলে সিপাহীজলা জেলার সর্ব স্তরের নারীদের নিয়ে তেজস্বিনী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সকাল দশটায় প্রথমে পঞ্জিকরণ ও জলপান, তারপর দ্বীপ প্রজ্জ্বলন, উদ্বোধনী সংগীত, পরিচয় ও বরণ এর মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ছিল ভারতীয় চিন্তনে মহিলা, ভারতে মহিলাদের স্থিতি, রাষ্ট্র নির্মাণে মহিলাদের ভূমিকা। সম্মেলনে বৌদ্ধিক আলোচনা ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতিতে নারীদের কৃতিত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়।ভারতবর্ষকে নারী হিসেবে সম্মাননা প্রদান করে, ভারত মাতা রূপে পূজা করা হয়। নারীদের চিত্তের দৃঢ়তা হওয়া উচিত সীতা মাতার ও দ্রৌপদীর মতো। ভারতের নারী দের আদর্শ হওয়া মৈত্রী, গার্গী, লোপামুদ্রার মতো। তাছাড়া বিভিন্ন যুগের নারী যেমন রাস সুন্দরী দাসী, সাবিত্রী বাই ফুলে, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতি মহীয়সীর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয় এই সম্মেলনে। নারীরা দেশ তথা সমাজ গঠনে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম কে ভারতীয় শিক্ষা সংস্কৃতি দিয়ে গড়ে তোলার দায়িত্ব নারীদের হাতে। রবিবারের এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড় মুন্নি দে, শিবানী অধিকারী সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কমলা সাগর বিধানসভার বিধায়িকা অন্তরা সরকার দেব, বিশালগড় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান অঞ্জন পুরকায়স্থ। সম্মেলনের শেষের দিকে বন্দেমাতরম সংগীত, সমবেত ভোজন মন্ত্র ও ভোজন শেষে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

যোগা এবং পরিবেশ রক্ষার্থে বার্তা নিয়ে ধর্মনগরে যোগগুরু কৃষ্ণা নায়েক মাইসুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ ডিসেম্বর ।। বর্তমান বিশ্বে যোগ ব্যায়াম এবং পরিবেশকে রক্ষা করা কতটুকু প্রয়োজনীয়, তার বার্তা নিয়ে দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের যোগগুরু কৃষ্ণা নায়েক মাইসুর এখন ত্রিপুরা রাজ্যে। ২০২২ সালের ১৬ অক্টোবর যোগব্যায়াম এবং পরিবেশ রক্ষা করা কতটুকু প্রয়োজনীয় এই বার্তা নিয়ে পদব্রজে ভ্রমণ শুরু করেছিলেন এই যোগ গুরু। ইতিমধ্যে তিনি ১৫ টি রাজ্য এবং নেপাল ও ভুটান ভ্রমণ শেষ করে এখন ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করেছেন রবিবার।

ধর্মনগর থেকে তিনি চলে যাবেন আগরতলার উদ্দেশ্যে। মিজোরাম মনিপুর এবং নাগাল্যান্ড হয়ে চলে যাবেন দিল্লি। দিল্লি থেকে পুনরায় কোনারকে যাবেন বলে জানিয়েছেন কৃষ্ণা নায়েক। এখন পর্যন্ত তিনি ৯ হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করেছেন। সম্পূর্ণ ভারতবর্ষ এবং নেপাল ও ভুটানসহ পদব্রজে তার অতিক্রম করতে মোট সময় লাগবে প্রায় তিন বছর।

তিনি প্রতি জায়গায় মেডিকেল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, সাধারণ কলেজের ছাত্র-ছাত্রী এবং যুব সম্প্রদায়কে নিয়ে যোগাসন এবং পরিবেশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে বুঝিয়ে এক একটি রাজ্য এক একটি দেশ এমন করে অতিক্রম করে চলেছে। যেখানে যাচ্ছেন সেখানেই মানুষ সমাদরে তাকে গ্রহণ করছে। দুইদিন হয়েছে ত্রিপুরাতে প্রবেশ করেছেন, এখানে আসার পর প্রতিটি মানুষ যেভাবে তাকে নিজের করে নিচ্ছে নিজেদের ঘরে থাকার জন্য জায়গা করে দিচ্ছে।

তাতে তিনি এই রাজ্যের মানুষদের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আতিথেয়তায় তিনি অভিভূত বলে জানিয়েছেন।

প্রতিদিন সকাল ছয়টা থেকে শুরু করে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত পদপ্রজা চলেছেন একের পর এক রাজ্য অতিক্রম করে অন্য রাজ্যে ভারত সরকারের স্বীকৃত প্রাপ্ত এই যোগগুরু কৃষ্ণা নায়ক মাইসুর।

উত্তর জেলা সফরে সাংসদ, যোগদান করলেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ ডিসেম্বর ।। লোকসভার নির্বাচনকে সামনে রেখে শাসক দল প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছে। যখন বিরোধী দলগুলি কুম্ভ-নিদ্রায় আচ্ছন্ন তখন শাসকদলের বিভিন্ন স্তরের নেতারা জনসংযোগে এলাকা চোষে বেড়াচ্ছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে পূর্ব ত্রিপুরা সংরক্ষিত আসনের বর্তমান সাংসদ রেবতি ত্রিপুরা দিল্লি থেকে সরাসরি রাজ্যে এসে উত্তর ত্রিপুরার মধ্যে দিয়ে তিনি নির্বাচনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন।

রবিবারের পর সোমবারও সারাদিন উত্তর জেলায় সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পন্ন করে কৈলাসহরের চিনি বাগানে একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। সেখান থেকে বড়দিন উপলক্ষ্যে দারচুই এ একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। সেখান থেকে করমছড়াতে দুটি বস্ত্রদান শিবিরে যোগদান করেছেন সাংসদ।

পূর্ব ত্রিপুরায় যে ৩০টি বিধানসভা এলাকা রয়েছে তা চষে বেরিয়ে মানুষের সাথে যত বেশি সম্ভব জনসংযোগ বাড়িয়ে তুলছেন সাংসদ।

এদিন সাংসদ বলেন, তিনি হিন্দু এবং হিন্দু হিসেবে গর্বিত। কিন্তু অন্যান্য ধর্মের প্রতি উনার সমান শ্রদ্ধা রয়েছে। তিনি বলেন, সাংসদ হওয়ার পর এখন পর্যন্ত ২৩৫টি প্রশ্ন তিনি সংসদে উত্থাপন করেছেন এবং রাজ্যের জন্য যেসব সমস্যা নিয়ে সংসদে প্রশ্ন উপস্থাপন করেছেন অধিকাংশ সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। কারণ বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের কাজে মানুষের সাথে সবসময় থাকার অঙ্গীকারবদ্ধ। এছাড়াও এদিন সাংসদ ধর্মনগরের অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের গাড়ির স্বল্পতা এবং হাসপাতালের বর্তমান অবস্থার কেমন করে উন্নতি সাধন করা যায় বিশেষ করে পরিষেবার ক্ষেত্রে কি করা যায় সে বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেছেন।

ত্রিপুরার 'রবার্তো কার্লোস' নামে পরিচিত এই যুবক এখনও একটি খাবারের দোকানে কাজ করে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ ডিসেম্বর ।। বাসলাং জামাতিয়ার একজন ত্রিপুরা যুবক, তিনি কিছু দিনের মধ্যে তাঁর ফ্রি-কিকের জন্য রাজ্যের সবচেয়ে বিখ্যাত ফুটবলার হয়ে ওঠেন। যা মানুষকে সর্বকালের অন্যতম বিখ্যাত ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার রবার্তো কার্লোসের কথা মনে করিয়ে দেয়। গত অক্টোবর মাসে অমরপুরের মাঠে একটি ফুটবল ম্যাচ চলাকালীন ২১ বছর বয়সী বাসলাং একটি দর্শনীয় গোল করেন। গোলরক্ষককে অজ্ঞাত রেখে বলটি বাঁকা গতিপথে চলে যায়।সামাজিক মাধ্যম তরুণ খেলোয়াড়ের প্রশংসায় মুখর ছিল, যে এখন পর্যন্ত তার খেলাধুলার জন্য খুব কমই কোনো স্বীকৃতি পেয়েছে। যাইহোক, গুঞ্জন মাত্র কয়েক দিন স্থায়ী হয়েছিল এবং তার জন্য কিছুই পরিবর্তন হয়নি। তিনি এখনও ত্রিপুরার গোমতি জেলার অন্তর্গত কিল্লায় তার গ্রাম থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে উদয়পুর শহরে একটি খাবারের দোকানে কাজ করেন।

জামাতিয়া বলেন, "ফুটবল আমার জীবন কিন্তু এটি আমার সমস্ত বিল পরিশোধ করে না। আমি এখানে একটি রেস্টুরেন্টে কাজ করি জীবিকার জন্য। আমার বাবা-মা মজুরি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে।

"গীতা বলেছেন সবচেয়ে বড় রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ", কুণালকে কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : গীতা নিয়ে মন্তব্যের জেরে কুণাল ঘোষকে একহাত নিলেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। সোমবার সকালে নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমণে এসে বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, নির্বাচন আসছে। আগে থেকে ঠিক ছিল যে ডিসেম্বরে পার্লামেন্ট শেষ হলে আবার নেতারা আসবেন এখানে। সাংগঠনিক বিষয়ে রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করবেন। আর সেই জন্যই আসছেন। এছাড়া বীরবল দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। যেদিন দুই শিখ গুরু গোবিন্দ সিংয়ের দুই ছেলেকে জ্যান্ত পুঁতে কবর দেওয়া হয়েছিল, সেদিনটাই বীরবল দিবস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, কুণাল ঘোষ কটাক্ষ করেছেন যে, গীতা নিয়ে রাজনীতি করছে বিজেপি যা আমরা সমর্থন করি না। ব্রিগেডে লোক হয়নি, ফাঁকা ছিল। যার পালটা দিলীপ ঘোষ বলেন, টিএমসির অনেক নেতারই মাথার ঠিক নেই। তাঁরা অনেক কিছু বলেন। তাঁর কোনও গুরুত্ব নেই। গীতাতে সব থেকে বেশি রাজনীতি আছে। গীতা কে বলেছেন, তিনি সবচেয়ে বড় পলিটিশিয়ান শ্রীকৃষ্ণ। বলেছিলেন কোথায়, খোলা মাঠে কুরুক্ষেত্রে। যারা গীতা সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, গীতার জন্ম জানেন না, তারা এরকম বলতে পারেন। সেজন্য গীতা যাদের জন্য তাদের জন্য। সবাইয়ের গীতা নিয়ে বলার কী আছে।

কুণাল ঘোষ এও বলেছেন যে, স্বামীজিকে নিয়ে কুৎসিত রাজনীতি করছে বিজেপি, তাকে ধিক্কার জানাই। যার জবাবে দিলীপ ঘোষের উত্তর, সবকিছুর উত্তর হয় না। এখন কী আছে, টিএমসি পার্টিটাই ভেঙে যাওয়ার মতন অবস্থা। কংগ্রেস জানে না কে প্রধানমন্ত্রী হবে। তার প্রেসিডেন্ট মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করে দিলেন। এই ধরনের পাগলামি চলছে আর যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে!

তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাষিদের শীতকালীন সবজির যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২৫ ডিসেম্বর ।। শীতকালীন সব্জি কিংবা মরসুমি সব্জির নামডাক সহ যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে তেলিয়ামুড়া মহকুমার চাষিদের ফলানো ফসলের। একটা সময় ছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের বাজারগুলোতে তেলিয়ামুড়ার বেগুন সহ অন্যান্য সব্জীর যথেষ্ট চাহিদা। তেলিয়ামুড়া মহকুমার বেশ কয়েকটি অঞ্চল, বিশেষ করে ব্রম্মছড়া, কৃষ্ণপুর, মোহরছড়া, বাইশঘরিয়া ইত্যাদি এলাকার বেশিরভাগ মানুষই চাষাবাদের সাথে যুক্ত। এ সকল এলাকার ফলানো ফসল রাজ্যের বিভিন্ন বাজারের চাহিদা পুরন করে আসছে দীর্ঘ বছর ধরে। বিশেষকরে বাইশঘরিয়া এলাকার বেগুনের চাহিদা আজও রয়েছে যথেষ্ট।

সেই সূত্র ধরেই খোজ নিতে যাওয়া বাইশঘরিয়া এলাকার চাষিদের কথা হয় এলাকার বেশ কয়েকজন কৃষকের সাথে, তারা জানান অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও ফলন ভাল হয়েছে। মাঝে প্রকৃতি বিরুপ হওয়ায় সামান্য ক্ষতিও হয়েছে। তবে উনারা খুশি নিজেদের চিরাচরিত ছন্দের মধ্যে থেকে ক্ষেতে ফলানো ফসলের ফলন দেখে। উনারা জানান এই চাষাবাদ করেই উনাদের সংসারের ভরনপোষন করে চলেছেন।

সরকারিভাবে সার, বীজ সহ অন্যান্য সাহায্য পেয়ে সরকারকেও ধন্যবাদ জানান।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দীর্ঘবছর ধরে তাদের একটা সমস্যা ছিল বাইশঘরিয়া ব্রিজ, রাজ্যে নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা হবার পর রাজ্য বিধানসভার মূখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায় এর একান্ত প্রচেষ্টায় সেই সমস্যাও সমাধান হয়েযায়। ফলে জমিতে ফলানো ফসল অতি কম সময়ে এবং কম খরচে বাজারজাত করতে পারছেন উনারা।

সোমবার প্রান্তিক উৎসবের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।